সূর্য্য মহল

(রমেশচন্দ্র দত্তের রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা অবলম্বনে বিরচিত)

শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, এম-এ

শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৬

প্রকাশক—
শ্রীভুবনমোহন মজুমদার, বি, এস-সি,
শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৬

মূল্য—১॥০

মুদ্রাকর—
শ্রীসোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রতিভা আর্ট প্রেস
১১৫এ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৯

চরিত্র পরিচয়

—পুরুষ—

তেজসিংহ—রাঠোর যুবক।

চন্দাবত দুর্জ্জয় সিংহ—সূর্য্যমহল দুর্গের অধিশ্বর।

জালিম সিংহ—ঐ সেনাপতি।

নাগ সিংহ—ঐ সৈন্যাধক্ষ।

রাণা প্রতাপ সিংহ—মেবারের রাণা।

আকবর—ভারত সম্রাট।

সেলিম—ঐ পুত্র।

মান সিংহ—ঐ সেনাপতি।

ভীমচাঁদ—ভীল সর্দ্দার।

সুজন—ভীল যুবক।

গোকুল দাস—গ্রাম্য চাষী।

কেশব—ঐ পুত্র।

চারণদ্বয়, শালুম্ব্রাপতি, রাজপুত সর্দ্দার, প্রহরীগণ, রাজপুতসৈন্যগণ ও ভীলগণ।

—স্ত্রী—

পুষ্পকুমারী—তেজসিংহের বাগদত্তা।

মহারাণী—রাণা প্রতাপ মহিষী।

ডালিয়া—ভীমচাঁদের কন্যা।

লছমী—পুষ্পকুমারীর সখী।

যোধাবাঈ—আকবরের বেগম।

নর্ত্তকীগণ।

ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত

প্রথম অভিনয়ঃ শনিবার ১৭ই মে, ১৯৫২

সংগঠনকারীগণ

স্বত্বাধিকারী—শ্রীসলিলকুমার মিত্র।

পরিচালক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

সুরশিল্পী—শ্রীদুর্গা সেন।

শিল্প-নির্দ্দেশক—শ্রীসতু সেন।

তত্ত্বাবধায়ক—শ্রীঅনিল বোস।

নৃত্যশিল্পী—শ্রীললিতকুমার।

এমপ্লিফায়ার বাদক—শ্রীদুলাল মল্লিক।

স্মারক—
- শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য।
- শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী (হানলনাব)।
- শ্রীমণি চ্যাটার্জ্জি (এঃ)।

রূপসজ্জাকর—শ্রীসন্তোষ সর্ব্বাধিকারী, শ্রীবটকৃষ্ণ দে, শ্রীগদাধর দাস, শ্রীসুবোধ মুখার্জ্জি, শ্রীকমলারাম দাস, সেখ ফরহাদ ও সেখ আব্দুল রশিদ।

আলোক নিয়ন্ত্রণ—শ্রীবৃহস্পতি সিং, শ্রীভানু মুখার্জ্জি, শ্রীমণীন্দ্র দে, শ্রীমণীন্দ্র ঘোষ, শ্রীকাশী সিং ও শ্রীবৈদ্যনাথ সেন।

যন্ত্রী সঙ্ঘ—শ্রীকমল ব্যানার্জ্জি, শ্রীকালীপদ ব্যানার্জ্জি, শ্রীকার্ত্তিক চ্যাটার্জ্জি, শ্রীশিশির চক্রবর্ত্তী, শ্রীমিহির মিত্র, শ্রীমুরারি রায় (এঃ) ও শ্রীঅনিলবরণ রায়।

শিল্পীসঙ্ঘ

তেজসিংহ—শ্রীমহেন্দ্র গুপ্ত।

দুর্জ্জয় সিংহ—শ্রীঅজিত বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাণা প্রতাপ সিংহ—শ্রীজয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়

আকবর—শ্রীসন্তোষ দাস।

সেলিম—শ্রীসত্য পাঠক।

মানসিংহ—শ্রীচন্দ্রশেখর দে।

জালিমসিংহ—মিঃ ম্যালকম।

ভীমচাঁদ—শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য।

গোকুল দাস—শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্য।

সুজন—শ্রীগোপাল দে।

চারণদ্বয়—শ্রীসন্তোষ দাশ।
শ্রীশিশির চক্রবর্ত্তী।

শালুম্ব্রাপতি—শ্রীশান্তি দাশগুপ্ত।

নাগসিংহ—শ্রীপতিতপাবন মুখোপাধ্যায়।

রাজপুত সর্দ্দার—শ্রীবলাই গরাই।

কেশব—কুমারী শেফালী।

মুসলমান প্রহরী—শ্রীশঙ্কর সরকার।

রাজপুত প্রহরী—শ্রীমহাতপ দত্ত।

রাজপুত সৈন্যগণ ও ভীলগণ—শ্রীবিষ্ণু সেন, শ্রীমানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীতারক ঘোষ, শ্রীলক্ষ্মণ বিশ্বাস, শ্রীপ্রভাত বোস, শ্রীপ্রতাপ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসুধীর রায়, শ্রীসমর ঘোষ ও শ্রীকমল সুর।

পুষ্পকুমারী—শ্রীমতী ফিরোজা বালা দেবী।

ডালিয়া—শ্রীমতী পূর্ণিমা দেবী।

মহারাণী—শ্রীমতী বন্দনা দেবী।

লছমী—শ্রীমতী কনকলতা দেবী।

যোধাবাঈ—শ্রীমতী মীনা দেবী।

নর্ত্তকীগণ—শ্রীমতী সরসী, শ্রীমতী সবিতা ব্যানার্জ্জি, শ্রীমতী আঙ্গুরবালা, শ্রীমতী আশা দাসী, শ্রীমতী বিথীকা, শ্রীমতী গীতা, শ্রীমতী হাসি দাসী, শ্রীমতী মীরা, শ্রীমতী মিলনপূর্ণিমা।

সূর্য্য মহল

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

পার্ব্বত্য প্রদেশ।

[নেপথ্যে শিকারের বাদ্যধ্বনি এবং তৎসঙ্গে বহু রাজপুত "আহেরিয়া আহেরিয়া" বলিয়া হুঙ্কার করিতেছিল, একটু পরে দুর্জ্জয়সিংহ, জালিমসিংহ ও রাজপুত সর্দ্দারগণ সহিত চারণদ্বয়ের প্রবেশ]

দুর্জ্জয়সিংহ। থাক, আর চীৎকার করতে হবে না। সমস্ত দিন বরাহের সন্ধানে ঘুরলুম, এই পার্ব্বত্য প্রদেশ তন্ন তন্ন করে খুঁজলুম, একটা বরাহের সন্ধান মিল্‌ল না! বৃথা হোল আহেরিয়া উৎসব।

জালিমসিংহ। না মহারাজ, আহেরিয়া বৃথা হবে, আপনি বলেন কি? রাজপুতের কুলপ্রথা আহেরিয়ার দিনে ভগবতী পার্ব্বতীর চিরশক্র বরাহের মুণ্ড শাণিত অস্ত্রমুখে দ্বিধা বিভক্ত করতে হবে; নইলে রাজপুতের জন্ম বৃথা।

দুর্জ্জয়। সত্য বলেছ জালিমসিংহ; আহেরিয়ায় বরাহ শীকার করতে না পারলে তার চেয়ে বড় লজ্জা রাজপুতের জীবনে কিছু নেই। বরাহ আজ আমি শীকার করবই। কিন্তু বন্ধুগণ, সারাদিন বনে বনে বিচরণ করে তোমরা শ্রান্ত ক্লান্ত; এস, আমার সঙ্গে এস, এই-খানে বসে বিশ্রাম গ্রহণ করি; তারপর নবীন উদ্যমে আহেরিয়ায় মত্ত হবে। চারণদেব, আপনারা ততক্ষণ আহেরিয়ার গান গেয়ে আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করুন।

(সকলে বসিল। ১ম চারণ গান ধরিল)

গীত

আহেরিয়া আহেরিয়া আহেরিয়া।
রাজপুতানার গৌরব গীতি
অতীত দিনের শৌর্য্যের স্মৃতি
শোনো রাজপুত অগ্নি-শিখা যে উঠিছে উদ্ভাসিয়া ॥

২য় চারণ। যোদ্ধগণ, শিশোদিয়া কুলের গৌরব, চিতোরের রাণা হামিরের জন্ম কথা শোন। আহেরিয়া উৎসবের এক অপূর্ব আখ্যায়িকা শোন। রাণা লক্ষণ সিংহের জ্যেষ্ঠপুত্র অরিসিংহ আহেরিয়া উৎসবে মত্ত হলেন, আন্দাওয়া বনভূমি যুবকদের বংশীনাদে প্রতিধ্বনিত হলো, পর্ব্বত নির্ঝর উত্তীর্ণ হয়ে এক বন্য বরাহের পশ্চাতে তাঁরা ধাবিত হলেন। বহুক্ষণ পর সেই বরাহ এক শস্যক্ষেত্রের ভিতর লুকিয়ে পড়ল। শস্য দুর্দশ হস্ত উচ্চ. তার মধ্যে বরাহকে দেখা গেল না। এক দরিদ্র রমণী একটী মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে শস্য রক্ষা কচ্ছিলেন. তিনি রাজপুতদের বল্লেন. "অপেক্ষা করুন, আমিই বরাহকে শস্যক্ষেত্র থেকে বার করে দিচ্ছি।" সেই নারী কি মানবী ? না নগবালা মহিষমর্দ্দিনী ?"

১ম চারণের **গীত**

নহেতো মানবী এযে নগবালা
আপনি দনুজ দলনী,
রাজপুতানার কৃষকের মেয়ে,
শ্যামা নৃমুণ্ড মালিনী।
এক হাতে তাঁর ধ্বংস কৃপাণ
আর এক হাতে বরাভয় দান।
তিনিই দুর্গা তিনিই আবার,
অভয়া ধরণী পালিনী ॥

২য় চারণ। সেই বীর্য্যবতী রমণী একটা বৃক্ষ উৎপাটিত করে তার অগ্রভাগ সূচির ন্যায় শানিত কল্লেন, তারপর সেই অপূর্ব্ব বর্শার দ্বারা বরাহকে বিদ্ধ করে রাজপুতদের সামনে উপস্থিত করলেন। বিস্ময় বিমুগ্ধ রাজপুতেরা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। বরাহ রন্ধন করে যোদ্ধগণ যখন আহার করতে বসেছেন, অকস্মাৎ একটা অশ্বের আর্তনাদ শুনতে পেলেন, তাকিয়ে দেখলেন, অশ্বের একটা পা একেবারে ভেঙ্গে গেছে। সেই দরিদ্র রমণী মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে ঢেলা নিক্ষেপ করে শস্য ক্ষেত্রের পাখী তাড়াচ্ছিলেন। তারই একটা টুকরা ছিটকে এসে অশ্বকে মৃতপ্রায় করে দিয়েছিল! এত বল যাঁর বাহুতে তিনি কি মানবী?

১ম চারণ।

গীত

ভীত ত্রস্ত কম্পিত ধরা চরণে শরণ মাগে
দিঙ্মণ্ডল প্রোজ্জ্বল হল নয়ন বহ্নি রাগে।
অয়ি জ্যোতির্ময়ী ভারত ললনা,
কি তব স্বরূপ বলনা, বলনা?
তোমার চরণ পরশে পূরবে শাশ্বত রবি জাগে।

২য় চারণ। আহার সমাপন করে সন্ধ্যায় যখন তাঁরা গৃহে ফিরছেন, দেখলেন, সেই দরিদ্র রমণী মস্তকে দুগ্ধ পূর্ণ পাত্র এবং দুই হস্তে দুইটি দুর্দ্দমনীয় মহিষকে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন। বিস্মিত অরিসিংহ রমণীর বল পরীক্ষার জন্য একজন যোদ্ধাকে সেই রমণীর দিকে বেগে অশ্ব চালনা কর্ত্তে বললেন। অবস্থা বুঝতে পেরে কিছু মাত্র ভীতা না হয়ে দুগ্ধ পাত্র মস্তক হতে না নামিয়ে, সেই রমণী একটা মহিষকে অশ্বের দিকে ভীমবেগে চালিত করলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে অশ্ব এবং অশ্বারোহী মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। ভারতনারী দুর্ব্বল নয়, ভারতনারী মহাশক্তির অংশসম্ভূতা। সেই দিব্য শক্তিকে আমরা প্রণাম করি।

১ম চারণের। **গীত**

ইত্থং যদাযদাবাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।
তদা তদাবতীর্য্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম॥
অভয়া তোমার অভয় মন্ত্রে
নব সুর জাগে হৃদয় যন্ত্রে
গর্জ্জিয়া ওঠ জলদ মন্ত্রে
মায়ের আশিস নিয়া
আহেরিয়া, আহেরিয়া, আহেরিয়া॥

২য় চারণ। অরিসিংহ সেই কুমারীকে বিবাহ করলেন, তাঁরই গর্ভজাত সন্তান, বীর চূড়ামণি হাম্বির; যিনি পাঠান বাদশাহকে পরাজিত করে চিতোর উদ্ধার করেন, মাতৃভূমির গৌরব রক্ষা করেন। অরিসিংহের আহেরিয়ার ফল চিতোর উদ্ধার। আজ দুর্জ্জয়সিংহ আহেরিয়ায় এসেছেন, সকলে দৃঢ় হস্তে বর্শা ধারণ কর, আহেরিয়ায় সফল হও! মহারাণা প্রতাপসিংহের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে মুঘল বাদশাহকে পরাজিত করে আবার চিতোর উদ্ধার কর।

[বাদ্য ধ্বনি হইল সকলে "আহেরিয়া, আহেরিয়া" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল] (নেপথ্যে বরাহ গর্জ্জন)

দুর্জ্জয়। একি! বরাহ গর্জ্জন! এত কাছে!

জালিম। মহারাজ, ওই-ওই একটী বন্য বরাহ ঝোপের ভেতর লুকিয়ে পড়ল।

দুর্জ্জয়। অনুসরণ কর। চতুর্দ্দিক থেকে ওকে বেষ্টন করো। ওকে বধ করা চাই।

[সকলে হুঙ্কার দিয়া উঠিল, বরাহকে অনুসরণ করিল ক্রমে, তাহাদের কোলাহল দূরে মিলাইয়া গেল। সন্ধ্যার অন্ধকার নামিয়া আসিল]

[সেই পর্ব্বতের ওপর হইতে ভীলকন্যা ডালিয়া গান গাহিতে গাহিতে নামিয়া আসিল]

গীত

বাঁশুরীয়া, ও শ্যামল বাঁশুরীয়া।
বাঁশুরীয়া বাজাও বাঁশী পাহাড়তলি গাঁয়ে
বাঁশীর সুরে পরাগ রেণু
ঝরুক দখিন বায়ে।
আকাশে রূপালী চাঁদ
চাঁদিনী ফাঁদ বাঁশ বনেতে দোলে,
কোয়েলিয়া বন্ পাপিয়া
মিঠি মিঠি বলে (আহা) মিঠিবুলি বোলে।
দোলে তার সাথে এই ডালিয়া ফুল
বংশী আকুল
একটু আলো একটু আঁধার ছায়ে॥

ডালিয়া। (নেপথ্যে চাহিয়া) ওকি! ওখানে কিসের আওয়াজ! একটা বুনো বরা! এক রাজপুত বর্শায় বিঁধতে চাইছে! ওই যা, বর্শা যে লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'ল! পাথরের গায়ে লেগে বর্শা ভেঙ্গে গেল! এখন বরা তো ওকে ছাড়বে না! তাই তো, কি করি, ওকে তো বাঁচাতে হবে! রাজা! রাজা!

[পাহাড়ের উপর দিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল]

[আহত দুর্জ্জয় সিংহের প্রবেশ]

দুর্জ্জয়। আর উপায় নেই। সঙ্গীগণ বহু দূরে, আমার বল্লম ভগ্ন, ক্রুদ্ধ বরাহ আমার অশ্বকে আক্রমণ করেছে, দশণাঘাতে অশ্বদেহ বিদীর্ণ। ওই, এবার সে আমাকে আক্রমণ করতে আসছে! ওঃ গেল, প্রাণ গেল, কে আছ রক্ষা কর।

(নেপথ্যে বর্শাপতন ধ্বনি ও বরাহের আর্ত্তনাদ)

একি, বরাহ বর্শাবিদ্ধ! কে! কে সে মহাবীর বরাহকে অব্যর্থ সন্ধানে নিহত করল?

(তেজ সিংহের প্রবেশ)

তেজসিংহ। বর্বাহকে নিহত করেছি আমি।

দুর্জ্জয়। কে তুমি? অসভ্য ভারের পরিচ্ছদ, অথচ দিব্যকান্তি যুবক। তোমায় যেন ইতঃপূর্ব্বে—না আর পারি না, কণ্ঠস্বর জড়িয়ে আসছে, সর্ব্বাঙ্গে আহত, আমি দাঁড়াতে পারছি না। জল—জল—একটু জল—(মূর্চ্ছিত হইল)

তেজসিংহ। চন্দাবত। চন্দাবত। একি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছে। এই অবকাশে যদি এই নিদাকে চিরনিদ্রায়·· (ছুরী তুলিল) না, না, ছিঃ এ আমি কি বলছি। বর্বাহের গ্রাস থেকে এ.ক রক্ষা কল্লুম, এমনি চোরের মত হত্যা করব বলে। ডালিয়া। ডালিয়া! (ডালিয়ার প্রবেশ) শীঘ্র একটু জল নিয়ে আয়।

ডালিয়া। জল কি হবে?

তেজ। দেখছিস না···মূর্চ্ছিত।

ডালিয়া। তোমার কি বুদ্ধি বাজা। অজ্ঞান হয়ে পড়েছে, জল খাবে কি করে? দাঁড়াও, আগে ঔষুধ দিয়ে ওকে সুস্থ করে তুলি। দেখছ না·· সারা গায়ে কত রক্ত বরছে।

তেজ। তবে আন, কি ওষুধ আনবি শীঘ্র আন।

ডালিয়া। বোস, বোস, ভেবে দেখি কি ওষুধ আনব। শুনেছি সূর্য্য মহল কেল্লার বাগানে একরকম পুষ্প আছে, তাতেও শুনেছি কারু কারু আঘাত সেরে যায়। কিন্তু ভাবছি, সূর্য্য মহলের সেই পুষ্প এনে একে দিলে, তুমি রাগ করবে না ত?

তেজ। তার মানে? তুই কি বলতে চাস ডালিয়া?

ডালিয়া। না, কিছু না। শুনেই যখন চটে উঠছ, তখন পুষ্প থাক, বুনো পাতাই নিয়ে আসছি। (প্রস্থান)

তেজ। সূর্য্য মহল! আমার সাধের সূর্য্য মহল! দুর্জ্জয়সিংহ,

দস্যুর মত তুমি আমার সূর্য্য মহল কেড়ে নিয়েছ। তারি উদ্ধার কামনায় আজ আমি এক-ব্রত, ভীলের অন্নে পুষ্ট; যদি দিন পাই, দেখব তখন দুর্জ্জয় সিংহ যে আমার সূর্য্য মহল—(ডালিয়া বুনো পাতা ও জল লইয়া প্রবেশ করিল)

ডালিয়া। এই নাও, এই পাতার রস ওর ক্ষতে লাগিয়ে দাও। আর এই নাও জল।

(তেজসিংহ দুর্জ্জয়সিংহের ক্ষতে পাতার রস দিলেন, চোখেমুখে জল ছিটাইয়া দিলেন।)

ডালিয়া। ঐ যে একটু একটু করে চোখ চাইছে! শোনো রাজা, বাবা খবর পেয়ে দলবল নিয়ে এই দিকে ছুটে আসছে, আমি! পালাই!

(প্রস্থান)

তেজসিংহ। চন্দাবৎ! চন্দাবৎ!

দুর্জ্জয়। আমি কোথায়?

তেজ। আপনি আহেরিয়ায় এসে এই বন মধ্যে আহত হয়ে পড়েছিলেন, এখন সম্পূর্ণ নিরাপদ।

(ভীল সর্দ্দার ও তাঁহার অনুচরগণ প্রবেশ করিল)

সর্দ্দার, ইনি ক্ষুধার্ত্ত। কিছু ফলমূল আনিয়ে দাও!

(ভীমচাঁদের ইঙ্গিতে জনৈক ভীলের প্রস্থান)

দুর্জ্জয়। আমি তোমাকে চিনি না, কিন্তু বরাহকে বধ করে তুমি আমার জীবন রক্ষা করেছো।

তেজ। মানুষ মাত্রেই মানুষের জীবন রক্ষার চেষ্টা করে। দুর্জ্জয় সিংহের জীবন রক্ষা করা রাজপুতের কর্ত্তব্য, কেননা তিনি যোদ্ধা! মেবারের এই মহা বিপদকালে তিনি স্বজাতির উপকার কর্ত্তে পারেন।

দুর্জ্জয়। তোমার নাম জিজ্ঞাসা কর্ত্তে পারি?

তেজ। পরে জানবেন। এখন আপনি শ্রান্ত, কিছুক্ষণ বিশ্রাম করুন। আমি শীঘ্রই ফিরে আসছি। (প্রস্থান)

(একজন ভীল ফল লইয়া আসিল, ভীমচাঁদ তাহার হাত হইতে লইয়া দুর্জ্জয় সিংহের সম্মুখে রাখিয়া কহিল)

ভীমচাঁদ। আপনার নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে। নিন্ দয়া করে খেয়ে নিন।

দুর্জ্জয়। একি হল! এর অর্থ! ভীলের হাত দিয়ে আমায় আহার্য্য প্রেরণ করে সেই রাজপুত যুবক চলে গেল! আমি তার অতিথি, অতিথির সম্মুখে স্বয়ং আহার পাত্র স্থাপন করা রাজপুতের ধর্ম্ম। ভীলেদের সঙ্গে থেকে যুবক কি রাজপুত ধর্ম্ম বিস্মৃত হয়েছে?

ভীমচাঁদ। না, তিনি রাজপুতের ধর্ম্ম ভোলেন নি। কোন কারণে চন্দাবতের সামনে আপাততঃ তিনি কিছু খেতে পারেন না, আর চন্দাবতের সামনে নিজের হাতে খাবার জিনিষ তুলে দিতে পারেন না।

দুর্জ্জয়। কি সে কারণ জানতে পারি কি?

ভীম। মাফ কর্বেন! সে আমরা বলতে নারাজ।

দুর্জ্জয়। তা যদি হয়…তা হলে এ আহার্য্যও আমার পক্ষে অস্পৃশ্য। আমি চল্লেম।

(তেজসিংহের প্রবেশ)

তেজ। অপেক্ষা করুন! আতিথেয় ধর্ম্মে অশক্ত হয়েছি, সেজন্য ক্ষমা করবেন। যদি আপনার আহারে রুচি না হয়, কুটিরে চলুন, বিশ্রাম গ্রহণ করবেন।

দুর্জ্জয়। যুবক, তুমি আমার জীবন রক্ষা করেছ, অথচ আমার সঙ্গে আহার্য্য গ্রহণ কর্ত্তে অস্বীকৃত হলে। তোমার ব্যবহারে আমি

বিস্মিত হচ্ছি। সে যাহোক, জীবন রক্ষককে ধন্যবাদ দিয়ে এবার আমি বিদায় গ্রহণ করব।

তেজ। ধন্যবাদের প্রয়োজন নেই, আমি স্বদেশের প্রতি কর্ত্তব্য করেছি মাত্র।

দুর্জ্জয়। তবু বল, তোমার এ ঋণ আমি কি করে পরিশোধ করতে পারি?

তেজ। ঋণ পরিশোধ! তা'হলে শুনুন চন্দাবত, আজ আপনাকে যেমন অসহায় অবস্থায় দেখেছিলুম, সেই রকম অসহায় পেয়ে কোনো স্বামী হীনা অনাথার প্রতি কিংবা কোন পিতৃহীন বালকের প্রতি, যদি কোনো দিন কোনো অত্যাচার করে থাকেন, এবার তাদের প্রতি ধর্ম্মাচরণ করুন, তাহলেই আমি তৃপ্ত হবো।

দুর্জ্জয়। স্বামীহীনা অনাথার প্রতি, পিতৃহীন বালকের প্রতি আমি অত্যাচার করেছি! তুমি কে? সত্যবল, কি তোমার পরিচয়?

তেজ। বলেছি তো পরিচয় দিতে আপাততঃ আমি অক্ষম। আসুন, বিশ্রাম করবেন আসুন।

দুর্জ্জয়। না আজই আমি সূর্য্য মহলে ফিরে যাব। অন্যের গৃহে বাস করা দুর্জ্জয় সিংহের অভ্যাস নেই।

তেজ। আপনার যেরূপ অভিরুচি। কিন্তু আমার ধারণা, অন্যের গৃহে বাস করা আপনার অভ্যাস আছে।

দুর্জ্জয়। যুবক, তুমি কে জানি না, কিন্তু দুর্জ্জয় সিংহ মিথ্যা অপবাদ সহ্য করবে না। রাঠোর তিলক সিংহের সঙ্গে আমার বংশানুগত বিরোধ। তাই সম্মুখ যুদ্ধে আমি তার সূর্য্য মহল কেড়ে নিয়েছি।

তেজ। সম্মুখ যুদ্ধে আপনি সুপটু সন্দেহ নেই। তাই তিলক সিংহের মৃত্যুর পর আপনি তার নিরাশ্রয়া বিধবাকে বীর পুরুষের মত হত্যা করেছিলেন। আপনার বীরত্বের তুলনা হয় না।

দুর্জ্জয়। স্পর্দ্ধিত যুবক—

[দুর্জ্জয় সিংহ তরবারি বাহির করিয়া তেজ সিংহকে আঘাত করিলেন, তেজ সিংহও তরবারি লইয়া সে আঘাতের প্রত্যুত্তর দিল ও তেজ সিংহের আঘাতে দুর্জ্জয় সিংহের তরবারি করচ্যুত হইল। ভীলের দল দুর্জ্জয় সিংহকে আক্রমণ করিতে গেল]

তেজ। ক্ষান্ত হও!

ভীম। ক্ষান্ত হব। বলছ কি রাজা। একে সাবাড় করে দি।

তেজ। না, আমার আদেশ। তোমরা সরে দাঁড়াও সব।

(ভীলগণ দূরে দাঁড়াইল)

চলুন চন্দাবৎ, আমি নিজে আপনার দেহরক্ষী হয়ে আপনাকে এই বনভূমি পার করে দিয়ে আসছি। (দুর্জ্জয় সিংহ ও তেজ সিংহের প্রস্থান)।

ভীমচাঁদ। ভাই সব, রাজা একা একা দুর্জ্জয় সিংহের সঙ্গে গেল। কালসাপকে বিশ্বাস নেই, পথের মাঝখানে হয়ত রাজার কোন অনিষ্ট করতে পারে। চল, আমরা আড়ালে থেকে রাজাকে অনুসরণ করি। চলে এস। (সকলের প্রস্থান)

[অন্য দিক দিয়া পুষ্পকুমারী ও ডালিয়ার প্রবেশ]

পুষ্প। সত্য বল বালিকা, তুমি কে? কেন আমাকে এখানে ডেকে নিয়ে এলে?

ডালিয়া। আমি ভীলের মেয়ে তা তো দেখতেই পাচ্ছ। তোমায় এখানে ডেকে নিয়ে এলুম, দুটো গোপন কথা কইব বলে।

পুষ্প। কি কথা?

ডালিয়া। আগে পাহাড় থেকে নাবই না। (উভয়ে নামিল)।

পুষ্প। এইবার। বল কি কথা।

ডালিয়া। কিন্তু তার আগে তুমি বলতো নাহারামগরোতে এসেছ কেন?

পুষ্প। তোমার তাতে প্রয়োজন?

ডালিয়া। প্রয়োজন আছে বৈকি! বল না কেন এসেছ?

পুষ্প। এ প্রশ্নের উত্তর আমি তোমাকে দোবনা, দিতে পারব না।

ডালিয়া। বেশ, না দিলে উত্তর। কিন্তু আমি জানি, তুমি কেন এসেছ?

পুষ্প। কেন?

ডালিয়া। দেবতার পূজো কর্ত্তে চাও, জলজ্যান্ত দেবতা দেখা দিয়ে দশ বছর আগে উধাও হয়ে গেছে,—তাই নাহাবা-নগরোতে চারণী মায়ের কাছে তার সন্ধান জানতে এসেছে।

পুষ্প। আশ্চর্য্য! বালিকা, তুমি আমার মনের কথা জানলে কি করে!

ডালিয়া। কেন জানব না? তুমি পুষ্প, আমি ডালিয়া। পুষ্প বাগানে ফোটে, সে হল সভ্য ফুল, দেবতার পূজোয় লাগে—দেবতার পায়ে স্থান পায়। আর ডালিয়া হলো বুনো ফুল, বনে ফোটে, আবার বনেই ঝরে যায়। দেবতার পায়ে তার স্থান না হোক, তবু সেতো ফুল! তাই সে পুষ্পের মনের কথা বোঝে।

পুষ্প। ডালিয়া, তুমি অসীম রহস্যময়ী। তোমার চোখ দুটীতে কাজল স্নিগ্ধ সরোবরের অসীম রহস্য। তোমায় যেন আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পাচ্ছিনা।

ডালিয়া। আমায় বুঝে কি হবে? তোমার নিজের কথা, বলনা? পালিয়ে যাওয়া দেবতার খোঁজ পেলে?

পুষ্প। এখনও পাইনি, তবে আশা হচ্ছে হয়ত একদিন পাবো। আমার পিতা রাঠোর তিলক সিংহের কাছে বাগদান করে-ছিলেন যে আমি হব তাঁর পুত্রবধু। তাঁরা কেউ আজ বেঁচে

নেই। দস্যু দুর্জ্জয় সিংহ সূর্য্য মহল কেড়ে নিল, আমি যাঁর বাগ্‌দত্তা তিনি শত্রুর কবল হতে আত্মরক্ষা করবার জন্য সূর্য্য মহলের বাতায়ন পথে হ্রদের জলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সেই হতে তিনি নিরুদ্দেশ। দস্যু দুর্জ্জয় সিংহ আমাকে বন্দিনী করে রেখেছে। জোর করে বিয়ে করতে চায়—কিন্তু—

ডালিয়া। কিন্তু—

পুষ্প। কিন্তু দেবতার পায়ে নিবেদিত ফুল কেমন কোরে দানবের ভোগে নিজেকে বিলিয়ে দেবে! মাঝে মাঝে ইচ্ছা হয়, আত্মহত্যা করে এ জীবনের অবসান করি। হয়ত শেষ পর্য্যন্ত তাই কর্ত্তুম, কিন্তু গত রাত্রে দেখলুম এক আশ্চর্য্য স্বপ্ন ?

ডালিয়া। কি স্বপ্ন দেখলে ?

পুষ্প। দেখলুম সূর্য্য মহলের প্রাসাদ চূড়ায় যেন সূর্য্যাঙ্কিত রক্ত পতাকা উড়ছে! অপলক দৃষ্টিতে সেই পতাকার পানে তাকিয়ে রইলুম! সহসা মনে হলো সেই সূর্য্য মানব-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করল! রক্ত বসন, কণ্ঠে রক্ত উত্তরীয়, মণিময় অঙ্গদ কেয়ুর দিব্য জ্যোতিতে ঝলমল কচ্ছে! আমি চিনলুম! সে মূর্ত্তিকে আমি চিনলুম। প্রসন্ন হাস্যে তিনি আমায় সম্ভাষণ করে বল্লেন, ভয় নেই পুষ্প, আমি অস্ত যাইনি, মেঘমুক্ত আকাশে আমি আবার উদিত হবো। ঘুম ভেঙ্গে গেল। সারাদিন অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করে আজ রাত্রে ছুটে এলুম এই নাহারা মগরোতে চারণী মায়ের কাছে আমার অদৃষ্ট গণনা করতে।

ডালিয়া। হুঁ, এই কথা। আচ্ছা, চারণী মা তোমার অদৃষ্ট গণনা করে কি বললেন ?

পুষ্প। তিনি তো অধিক কিছু বলেন না, শুধু আমার মাথায় হাত রেখে বল্লেন, ভাবিস্‌নে তোর কল্যাণ হবে। তিনি পূজায়

বসলেন, যাবার বেলায় আশীর্ব্বাদ নির্ম্মাল্য নিয়ে যেতে বললেন।'

(নেপথ্যে ঘণ্টাধ্বনি)।

ডালিয়া। ঐ বুঝি তাঁর পূজা শেষ হল। তবে যাও ভাই, আশীর্ব্বাদ মালা নাওগে। (প্রস্থানোদ্যত)।

পুষ্প। কিন্তু তুমি—

ডালিয়া। আবার ভুল করছ, বুনোফুল পথের পাশেই ফোটে, পথের পাশেই নেচে গেয়ে হেলে দুলে একসময় চুপ করে ঝরে যায়। দেবতার মন্দিরে সে যায় না, সেখানে যাবার অধিকার শুধু পুষ্পের। (প্রস্থান)।

পুষ্প। আশ্চর্য্য এই ভীল বালিকা।— (লছমীর প্রবেশ)।

লছমী। এই যে সই, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে! আর আমরা তোমায় খুঁজে খুঁজে হয়রাণ—

পুষ্প। আমায় খুঁজছিলি?

লছমী। খুঁজবো না, বাব্বা। দুর্জ্জয় সিংহের ভাবী মহিষীকে কত লুকিয়ে চুরিয়ে এই নাহারা নগরোতে নিয়ে এসেছি। দ্বারপালকে দস্তুর মত একটা রত্ন হার বকশিস দিয়ে তবে সূর্য্য-মহল থেকে বেরুতে পেরেছি। ভালয় ভালয় তোমাকে নিয়ে আজ রাত্রের মধ্যেই যদি সূর্য্যমহলে ফিরতে না পারি, তাহলে দ্বারপালের তো গর্দ্দানা যাবেই সঙ্গে সঙ্গে আমারো। চল, চারণী মায়ের নির্ম্মাল্য নিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে যাই, রাত ভোর হয়ে এল!

পুষ্প। হ্যাঁ চল। (উভয়ের প্রস্থান)

(বৃদ্ধ গোকুলদাস ও তাহার পুত্র কেশব প্রবেশ করিল। ধীরে ধীরে ভোরের আলো ফুটিয়া উঠিল)।

গোকুলদাস। আয় বাবা, একটু তাড়াতাড়ি এগিয়ে আয়।

কেশব। এত ভোরে কোথায় যাচ্ছ বাবা?

গোকুল। যাচ্ছি ক্ষেত খামার দেখতে। প্রসাদ বলছিলো, কাল সূর্য্য-মহল থেকে দুর্জ্জয় সিংহ এখানে এসেছিল আহেরিয়ায় বরা মারতে। শুনলুম শস্য ভরা ক্ষেতের মাঝখান দিয়ে তারা ঘোড়া চালিয়ে এসেছে, এত মেহনত করে চাষ আবাদ করলুম, সোনার-মত ফসলে ক্ষেত খামার ভরে গিয়েছিল, সব জুলুম বাজী করে নষ্ট করে দিল। সব ফসল নষ্ট হয়ে গেছেরে বাবা, সব সাবাড় করে দিয়েছে।

কেশব। আচ্ছা বাবা, দুর্জ্জয় সিংহের এ জুলুম আমরা আর কতদিন সহ্য করবো? তোমার মুখেই ত শুনেছি সে ডাকাত, রাঠোরদের সূর্য্যমহল জোর করে কেড়ে নিয়েছে।

গোকুল। ডাকাত বৈকি, ডাকাতের এই অত্যাচার চিরকাল থাকবে না। তিলক সিংহের বাচ্চা তিলক সিংহের ছেলে যখন উপযুক্ত হয়ে অধিকার নেবে তখন আবার আমাদের সুখ শান্তি ফিরে আসবে। ভগবান করুন সে শুভদিন যেন শীঘ্র ফিরে আসে। দুর্জ্জয় সিংহের এ অত্যাচার একেবারে অসহ্য হয়ে উঠেছে।

কেশব। বাবা।

গোকুল। সে কথা থাক! তুই এক কাজ কর দিকিনি, বাড়ীতে গিয়ে ললিতাকে বলে আয়, গরুগুলো দোয়াবার ব্যবস্থা করে যেন, আর আমাদের চাপাটি যেন ক্ষেতেই পাঠিয়ে দেয়। যা চট করে বলে আয়।

কেশব। যাচ্ছি বাবা, আমি এখুনি বলে আসছি। (প্রস্থান)

গোকুল। (নেপথ্যে ঘোড়ার পায়ের শব্দ) একি! ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ! কারা আসছে! (নেপথ্যে চাহিয়া) একি, এ যে স্বয়ং দুর্জ্জয় সিংহ, ঐ ঘোড়া থেকে নামল! আজ আবার হঠাৎ এ

চত্বরে কেন? যাই এই পাহাড়ের আড়ালে লুকিয়ে পড়ি।

[গোকুলদাস পাহাড়ের অন্তরালে লুক্কায়িত হইল। দুর্জ্জয় সিং ও জালিম সিংহ প্রবেশ করিলেন]

জালিম। আপনার কি উদ্দেশ্য মহারাজ? আজ আবার কেন এখানে নিয়ে এলেন? কিছুই তো বুঝতে পাচ্ছি না।

দুর্জ্জয়। বলছি, তার আগে বলতো জালিম সিংহ, যেদিন আমরা সূর্য্য মহল অধিকার করি সেদিনের কথা তোমার মনে আছে?

জালিম। কেন মনে থাকবে না মহারাজ, সেতো মাত্র দশ বছরের কথা।

দুর্জ্জয়। তিলক সিংহের বিধবা যখন নিহত হলো তখন তার পুত্রের কি হয়েছিলো জানো?

জালিম। জানি বৈকি মহারাজ, দুর্গ থেকে নিম্নের হ্রদে পড়ে বালক প্রাণ হারিয়েছিল।

দুর্জ্জয়। প্রাণ হারিয়েছিল! প্রাণ হারিয়েছিল! হ্যাঁ এতদিন আমারও সেই বিশ্বাস ছিল, কিন্তু শোন জালিমসিংহ, সে আজও জীবিত।

জালিম। জীবিত! তিলক সিংহের পুত্র?

দুর্জ্জয়। হাঁ তিলক সিংহের পুত্র।

জালিম। বালক তেজসিংহ?

দুর্জ্জয়। তেজসিংহ। কিন্তু সে আর বালক নয়, অসীম বলশালী যুবা।

জালিম। আপনি ভুল সংবাদ পেয়েছেন মহারাজ। সুউচ্চ দুর্গ থেকে হ্রদের জলে পড়ে মানুষ বাঁচে না, বাঁচতে পারে না।

দুর্জ্জয়। আমিও তাই ভেবেছিলাম। কিন্তু তবু আমি যে তাকে দেখছি। কালই এই, এইখানেই দেখেছি।

জালিম। এখানে দেখেছেন, কিন্তু চিনলেন কি করে? দশবছর আগে যাকে একদিন বালক অবস্থায় দেখেছিলেন এখন তার মুখ দেখে কি

চেনা সম্ভব মহারাজ !

দুর্জ্জয়। তার মুখ দেখে চিনিনি, তাকে চিনেছি, তার আচরণে, তার অপরিসীম বীরত্বে! ঐ তেজসিংহ কাল কি করেছে জান ?

জালিম। কি মহারাজ !

দুর্জ্জয়। তেজসিংহ কাল এইখানে আমার প্রাণ রক্ষা করেছে।

জালিম। বলেন কি মহারাজ ! আপনার সেই মহাশত্রু, সে রক্ষা করল আপনার প্রাণ। এও কি কখনও বিশ্বাসযোগ্য !

দুর্জ্জয়। বিশ্বাসযোগ্য না হলেও আমার মন বলছে এই দীর্ঘ দশ বছর ধরে আমার সজাগ প্রহরীদের চোখে ধূলি নিক্ষেপ করে তিলে তিলে বেড়ে উঠেছে আমার মহাত্রাস রূপী সেই রাঠোর কুমার। পার্ব্বতীয় দৃঢ়তা তার দেহে, ক্ষাত্রবীর্য্য উদ্ভাসিত তার প্রশস্ত ললাট, সঙ্গী তার দুর্ম্মদ ভীলবাহিনী। সেই মহাশত্রু জীবিত রয়েছে মনে হবার পর থেকে আমার আহার নেই, নিদ্রা নেই, একমাত্র চিন্তা তার ধ্বংস সাধন। তাই ছুটে এসেছি এই পার্ব্বত্য দেশে সেই পলাতকের সন্ধান করতে। কে জানে, কোথায় কোন গহন বনে সে আত্মগোপন করে আছে।

জালিম। আপনি নিশ্চিন্ত হন মহারাজ, সত্যই যদি সে এই বন প্রদেশে থাকে, যেমন করে হোক তাকে আমরা খুঁজে বার করবো। আসুন চারিদিক ভালো করে অনুসন্ধান করি। (চারিদিক দেখিতে দেখিতে হঠাৎ গোকুল দাসকে দেখিয়া) কে ওখানে ? কে তুমি ?

গোকুল। প্রণাম হই প্রভু !

দুর্জ্জয়। একি তুই গোকুল দাস না ? এই বুড়ো শেয়াল, ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে কি করছিলি ?

গোকুল। না প্রভু, লুকোইনি। ছেলেটার জন্যে এখানে অপেক্ষা করছিলুম, এর পাশেই আমাদের কুড়ে কিনা।

দুর্জ্জয়। কুড়ে! তোদের মত শেয়াল তো থাকে গর্ত্তে! গর্ত্তে লুকিয়ে থালি রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিস আর রাজকর ফাঁকি দিস।

গোকুল। না প্রভু, ষড়যন্ত্র করা আমাদের বংশের অভ্যাস নয়।

দুর্জ্জয়। বটে! ভীরু অপদার্থ বশী দাস-বংশ তাহলে আজকাল ভাল মানুষ হয়েছে।

গোকুল। প্রভু, আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা আপনাকে কর দিই, সুতরাং বশ্যতা স্বীকার করি, কিন্তু তা বলে আমরা ভীরু নই, দাস বংশ বলে আমাদের পিতৃ পুরুষকে অপমান করবার অধিকার কারু নেই।

জালিম। কি বল্লি শয়তান।

গোকুল। আপনি আবার কে? যাকে কর দিই, কথা বলছি তার সঙ্গে। আমরা যদি কর দিয়ে দাস হই, তাহলে ওঁর মাইনে করা সেনাপতি আপনি, আপনিও দাস। আপনি চোখ রাঙান কোন অধিকারে?

জালিম। মহারাজ, আদেশ করুন, এখুনি এই বুড়ো শেয়ালটাকে—

(দুর্জ্জয় সিংহ ইঙ্গিতে বারণ করিলেন)

দুর্জ্জয়। গোকুলদাস, এতক্ষণ আমি তোর স্পর্দ্ধা দেখছিলুম। আমি বরাহ শীকার করি, শেয়াল মারি না। নির্ভয়ে বল তিলক সিংহের পুত্র কোথায়?

গোকুল। তিলক সিংহের পুত্র। তিনি তো দশ বৎসর আগে হ্রদের জলে ঝাপিয়ে পড়ে মারা গেছেন।

দুর্জ্জয়। না সে মারা যায়নি, সে বেচে আছে।

গোকুল। বেঁচে আছেন! আহা, ভগবান তবে তাঁর মঙ্গল করুন!

দুর্জ্জয়। বল সে কোথায়?

গোকুল। তিনি যদি সত্যিই বেঁচে থাকেন আমি কেমন করে জানব কোথায় তিনি—

দুর্জ্জয়। ছলনা রাখ! এইখানেই কাল আমি তাকে স্বচক্ষে দেখেছি। যদি বাঁচতে চাস তো বল এখনও সে কোথায়?

গোকুল। আপনি ভাগ্যবান তাই হয়তো তাঁকে চর্ম্ম চক্ষে দেখেছেন, আমরা দুর্ভাগা বনের শেয়াল···আকাশের দেবতার দর্শন কি আমাদের ভাগ্যে মেলে!

দুর্জ্জয়। হুঁ, তাহলে দেখ বুনো শেয়াল, ঐ পাথরের ওপর আছড়ে পড়ে দেখ, তোদের আকাশের দেবতাকে ঠিক এমনি করে ঐ পাথরের ওপর আছড়ে ফেলতে পারি কি না।

(গোকুলদাসকে ধাক্কা মারিয়া পাথরের ওপর ফেলিয়া প্রস্থান করিল। পড়িয়া গোকুল দাসের কপাল কাটিয়া গেল; ছুটিয়া কেশবের প্রবেশ)

গোকুল। ওঃ—

কেশব। বাবা—বাবা—এ কি! রক্ত! কে তোমার এ অবস্থা করলে?

গোকুল। চুপ কর বাবা, ও কিছু নয়! তুই চুপ কর, দুর্জ্জয় সিংহ শুনতে পাবে যে।

কেশব। দুর্জ্জয় সিংহ! কোথায়? কোন্‌দিকে?

গোকুল। ঐদিকে যাচ্ছে—

কেশব। ঐদিকে—

গোকুল। তুই কোথায় যাবি!

কেশব। হাত ছাড়ো, আমি একবার তাকে জিজ্ঞাসা করব, হতে পারি আমরা গরীব, কিন্তু কি অধিকারে সে আমার বাবার গায়ে হাত তোলে। বর্ব্বর···পশু! এই অসহায় বুড়ো মানুষকে আঘাত করে যে বীরত্বের বড়াই করে—সারা দেশের লোক তাকে রাজা বলে প্রণাম কর্লেও, এই গেঁয়ো চাষির ছেলে তাকে করে পদাঘাত।

(হাত ছাড়াইয়া প্রস্থান)

গোকুল। কি সর্ব্বনাশ…ও যে ক্ষেপে গেল—কেশব, সর্ব্বনাশ করিসনি বাবা, শোন বাবা, শোন। (দ্রুত প্রস্থান)

(অন্যদিক হইতে ভীমচাঁদ, তেজসিংহ, ভীলগণের প্রবেশ)

তেজ। তুমি ঠিক দেখেছ সর্দ্দার, দুর্জ্জয় সিংহ !

ভীম। হ্যাঁ রাজা, একশ ঘোড় সওয়ার নিয়ে সে আজ আবার আমাদের এখানে এসেছে।

তেজ। সম্ভবতঃ আমার সন্ধানে এসেছে। হয়ত সে আমার পরিচয় জেনে গেছে।

ভীম। তোমাকে তো কাল রাত্রে বলেছিলাম রাজা, কালসাপকে জ্যান্ত ছেড়ে দিতে নেই, দিই সাবাড় করে। তুমিইত তখন—

তেজ। না ভীমচাঁদ, ক্ষত্রিয় পিতার রক্ত আমার দেহে, পরম শত্রুকেও আহত অবস্থায় মুঠোর মধ্যে পেয়ে তাকে বধ করলে সে হ'ত আমার ক্ষত্রিয় গৌরবের মহাকলঙ্ক।

ভীম। রাজা—

তেজ। কিন্তু সে কথা যাক, আজ ত সে আহত নয়, আজ ত সে আমার অতিথি নয়—রক্ষি সৈন্য সহ সে আজ এসেছে আমার সঙ্গে শক্তির পরীক্ষা করতে। সে পরীক্ষা আজ তাকে আমরা দোব। এমন পরীক্ষা দোব—

(সুজনের প্রবেশ)

সুজন। রাজা ! রাজা !

তেজ। কি হয়েছে সুজন ?

সুজন। বুড়ো গোকুলদাসের সর্বনাশ হয়েছে রাজা, দুর্জ্জয় সিংহ [illegible] ছেলেকে হত্যা করেছে।

তেজসিংহ। সে কি ! সেই বালক কেশবদাসকে ? তার অপরাধ ?

সুজন। দুর্জ্জয় সিংহ তার বাবা গোকুলদাসকে অপমান করেছিল, পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা মেরে তার কপাল কেটে দিয়েছিলো, তাই বালক ছুটেছিলো বাপের অপমানের প্রতিশোধ নিতে। দুর্জ্জয় সিংহের সঙ্গে তার কথা কাটাকাটি হয়—দুর্জ্জয় সিংহ তাকে চাবুক মারে, বালক ক্রুদ্ধ অজগরের মত ফুসিয়ে উঠল, বল্ল, গরীব বলে যে আমাদের এত বড় অপমান করতে পারে তার শাস্তি এই··· বলেই সে দুর্জ্জয় সিংহকে পদাঘাত করল। সঙ্গে সঙ্গে দুর্জ্জয়সিংহ তার বুকে তরবারি বিঁধিয়ে দিল। আড়াল থেকে দেখলুম ফিণ্‌কি দিয়ে রক্ত ঝরছে, বৃদ্ধ গোকুলদাস সেই রক্তরাঙ্গা দেহ বুকে নিয়ে নিশ্চল পাথরের মত বসে আছে।

তেজ সিংহ। আর দুর্জ্জয় সিংহ?

সুজন। দুর্জ্জয় সিংহ হয়ত বুঝেছে কোন গোলমাল বাধবে, তাই ঘোড়া হাঁকিয়ে সূর্য্যমহলের দিকে চলে যাচ্ছে।

তেজ। সূর্য্যমহলের দিকে যাচ্ছে। ভেবেছে সূর্য্যমহলে গিয়ে সে আত্মরক্ষা করবে! নিরীহ চাষির উপর যে বর্ব্বর এত বড অত্যাচার করেছে, ফুলের মত নিষ্পাপ শিশুর রক্তে যে তার তরবারি রঞ্জিত করেছে, সেই শয়তানকে আমরা, সূর্য্যমহল তো তুচ্ছ, যদি পাতালে প্রবেশ করে, সেখান থেকেও চুলের মুঠি ধরে টেনে নিয়ে আসব। রক্তলোলুপা ঘোরা অমারাত্রি বরণী, লোল-জিহ্বা শ্মশানকালিকার করধৃত খর্পর সেই নরপশুর তপ্ত রুধিরে পূর্ণ করে দোব।

ভীমচাঁদ। রাজা—রাজা—

তেজ। জাগ! জাগ দুর্ম্মদ ভীল, বনানীর হিংস্র শার্দ্দুলের তীব্র প্রতিহিংসানল নয়নে জ্বালিয়ে! জাগ বর্বর আদিম প্রকৃতির রোষক্ষুব্ধ দুর্জ্জয় সন্তান, অগ্নিগর্ভ পর্ব্বতের গৈরিক নিঃস্রাব প্রতি

ধমনীতে প্রবাহিত করে। কণ্ঠে দুলুক তোমাদের শ্মশান-কালিকার রক্ত জবামাল্য। খড়্গ, বল্লম, নিঃশঙ্ক ললাট উদ্ভাসিত হোক, শ্মশান কালিকার মন্ত্রপূত সিন্দুর রাগে। মহাশক্তি মহাকালীর জাগ্রত সন্তান, নিশ্চিহ্ন করে দাও জগতের বুক হতে অত্যাচার, অবিচার, দরিদ্র শোষণ, মাতৃ নির্য্যাতন! সহায় তোমাদের···উর্দ্ধে ঐ ত্রিশূলপাণি বাঘাম্বরধারী রুদ্র ব্যোমকেশ, আর নিম্নে···এই চির নির্যাতিতা, শত সন্তানের শব দেহ বুকে শ্মশান জাগরিতা, চির দুঃখিনী মাতা বসুমতী!

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সূর্য্যমহল দুর্গ সান্নিধ্য উপবন

(লছমীর গীত)

এবার সময় হল
জাগো নিশি-গন্ধা।
কানন পথের ছায় মধুরাতি নামে অই মৃদু মধুছন্দা।
লুকায়ো না মুখখানি গুণ্ঠন খুলে দাও
সকরুণ দুটী চোখে বারেক ফিরিয়া চাও।
মিলন মুখর তটিনী বহিছে
চাঁদ জলে নেমে ঝুলনে দুলিছে
এ লগনে তব সৌরভে হোক
রজনী সানন্দা॥

(গানশেষে পুষ্পকুমারীর প্রবেশ)

পুষ্প। লছমী।

লছমী। এসো সখী, চমৎকার জ্যোৎস্না উঠেছে, আমরা এইখানে একটু নিরিবিলি বসে গল্প করি।

পুষ্প। চাঁদের আলোয় বসে একা একা কার পথ চেয়ে গান গাইছিলে বলত? কে সে বীর পুরুষ?

লছমী। আমি আবার কার জন্যে গান গাইব? আমার জীবনের আকাশে এখনও ত চাঁদ ওঠেনি। তোমার হয়ে তোমার চাঁদকে গানে গানে ধরে আনতে পারি কি না, তাই পেতেছিলুম এই গানের ফাঁদ।

পুষ্প। হুঁ! সত্যি?

লছমী। সত্যি সই, এখন আমারো আশা হচ্ছে তুমি যাঁর প্রতিক্ষায় ব্রতচারিণী হয়ে রয়েছ তোমার সেই দেবতা হয়ত শীঘ্রই দেখা দেবেন।

পুষ্প। কি করে বুঝলি?

লছমী। তাহলে শোন, রাজা দুর্জ্জয় সিংহের মন্ত্রনা কক্ষে কথা হচ্ছিল, আমি আড়াল হতে শুনতে পেয়েছি। দুর্জ্জয় সিংহের বিশ্বাস, তিনি বেঁচে আছেন, নাহারা মগরোব কাছে ভীল পল্লীতে তিনি এতদিন আত্ম গোপন করেছিলেন। আহেরিয়ার পরের দিন তিনি দলবল নিয়ে ছুটে আসছিলেন সূর্য্যমহল অধিকার করতে, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্ত্তে মহারাণা প্রতাপ সিংহের দূত এসে তাঁকে বাধা দিলে।

পুষ্প। মহারাণা প্রতাপ সিংহের দূত! কেন? মহারাণার দূত তাঁকে বাঁধা দিলে কেন?

লছমী। মোগল সেনাপতি মানসিংহ আর শাহাজাদা সেলিম এসেছে মেবার আক্রমণ করতে। মহারাণার আদেশ যতদিন পর্য্যন্ত বিদেশী শক্র মেবার থেকে পরাজিত হয়ে ফিরে না যায়, ততদিন পর্য্যন্ত মেবারীদের মধ্যে গৃহ বিবাদ নিষিদ্ধ। মেবারীদের পরস্পরের মধ্যে যত কলহই থাক না কেন, এসময় প্রত্যেককে নিজ নিজ তরবারি ধারণ করতে হবে—দেশ বৈরীর বিরুদ্ধে। তাই রাঠোর তিলক সিংহর পুত্র আপাততঃ সূর্য্যমহল আক্রমণ না করে মহারাণার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেছেন।

পুষ্প। তা যদি হয় সই, তাহলে এখান হতেই আমি প্রণাম জানাই আমার জীবন দেবতাকে। এক পুষ্পের চেয়ে শতশত মেবার রমণীর আসন্ন বিপদ অনেক বড়। এক সূর্য্যমহলের চেয়ে সমগ্র

মেবারের গৌরব বৃদ্ধি অনেক মহান ব্রত। তাই তিনি মেবারের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেছেন, এতে আমার কোন দুঃখ নেই সই, এতে আমার পরম আনন্দ। দিন যাক, মাস যাক, বছরের পর বছর কেটে যাক, জন্ম জন্মান্তর কেটে যাক, আমি তাঁর আশা পথ চেয়ে বসে থাকব।

(তেজ সিংহের চারণ বেশে প্রবেশ)

তেজ। পুষ্প!

পুষ্প। কে! কে আপনি!

তেজ। ভয় নেই। আমি মেবারের একজন চারণ কবি। সূর্য্যমহলে এসেছিলুম, দুর্জ্জয় সিংহকে রাজপুতনার গৌরব গাঁথা শুনিয়ে মঘলের সঙ্গে আসন্ন যুদ্ধে তাঁকে উৎসাহিত করতে।

পুষ্প। ওঃ—আপনি চারণ কবি? আমাদের প্রণাম গ্রহণ করুন।

(উভয়ে প্রণাম করিল)

তেজ। চারণগণ দিব্যদৃষ্টিতে ভূত ভবিষ্যত অনেক কিছুই দেখতে পান। তোমার সম্বন্ধেও আমি কিছু দেখতে পেয়েছি, জানতে পেরেছি, তাই তোমাকে আমি কিছু বলতে চাই।

পুষ্প। বলুন।

তেজ। কিন্তু সে কথা কারো সাক্ষাতে তো বলা চলবে না।

(পুষ্প লছমীর দিকে চাহিল)

লছমী। আমি যাই সই, বরং উপবন দ্বারে গিয়ে লক্ষ্য রাখি কেউ এদিকে না আসে। (লছমীর প্রস্থান)

তেজ। শোন কুমারী! আমি একদিন এক বনচারীর মুখে এক অপূর্ব্ব আখ্যায়িকা শুনেছিলাম! এক দশ বৎসরের বালিকা আর এক পঞ্চদশবর্ষীয় কিশোর বালক পরস্পরকে বরণ করেছিল। বালিকা প্রতিজ্ঞা করেছিল, সেই কিশোর ব্যতীত আর কাউকে

সে গ্রহণ করবে না। তার পর এক সময় বিপদের মেঘ ঘন-ঘোর মূর্ত্তিতে আকাশ আচ্ছন্ন করল, সেই বালক যুদ্ধে নিহত হল কিম্বা জলমগ্ন হল, কেউ তার সন্ধান পেলো না। সমস্ত জগৎ তাকে বিস্মৃত হলো।—

পুষ্প। না না বিস্মৃত হয়নি। আপনি বলুন, কাহিনী বলুন –

তেজ। বিস্মৃত হয়নি! সত্য বলছ কুমারী? তুমি সে বালিকার কথা জান?

পুষ্প। না না আমি কেমন করে জানবো তার কথা! কাহিনী শুনতে বড ভাল লাগছিলো তাই বলছিলুম। আপনি, আপনি বলুন, তার পর কি হলো?

তেজ। চন্দাবত কুলের এক পরাক্রান্ত বীর সেই বালিকার পাণি-গ্রহণে অভিলাষী হল। সে চন্দাবতের অতুল ঐশ্বর্য্য। চন্দাবত বালিকাকে লোভ প্রদর্শন করল, বালিকা বল্‌ল···আমি রাঠোরকে সত্য দান করেছি; চন্দাবত তখন ভয় প্রদর্শণ করল, বালিকা বল্‌ল···আমি রাঠোরকে সত্য দান করেছি। চন্দাবৎ তখন বল-পূর্ব্বক বালিকার পাণিগ্রহণ করতে অভিলাষী হল, বালিকা বল্ল··· চন্দাবত অপেক্ষা মৃত্যুকে বরণ করব।

পুষ্প। সত্য বলেছে। রাজপুত বালিকা সত্য ভঙ্গ করার চেয়ে মৃত্যু বরণ করে। আপনি বলুন, সেই রাঠোর বীর কি করল?

তেজ। রাঠোর পর্ব্বত গহ্বরে বাস কচ্ছে, ভিক্ষালব্ধ অন্ন ভোজন কচ্চে, আজ সে মহারাণার হয়ে অস্ত্র ধারণ করেছে। রাজপুত নারী যদি সত্যবতী হন, রাজপুত বীর অবশ্যই জয়ী হবে। রাজপুত নারী যদি সত্যবতী হন, রাঠোর কখনো তার সত্য ভঙ্গ করবে না।

পুষ্প। তিনি সত্য ভঙ্গ করবেন না! এখনও তিনি সেই অভাগিনীর

স্মৃতি অন্তরে পোষণ কচ্ছেন! এতো চারণের আশ্বাস নয়, এযে মনে হচ্ছে দৈববাণী। দৈববাণী শুনে এ আমার কি হলো, দুচোখে এত জল আসছে কেন! না না কাঁদব না, আমি কাঁদব না।

তেজ। একি কুমারী, তোমার চোখে জল, তুমি কাঁদছ! এই নিস্তব্ধ রজনীতে কি আমার এই অকিঞ্চিৎকর কাহিনী কুমারী পুষ্পকে বেদনা দিল! কানননিবাসী চারণের শ্রোতা কেউ নেই, কুমারীও যদি আঘাত পেয়ে থাকেন তাহলে আদেশ কল্লেই চারণ আবার সেই কাননে ফিরে যাবে।

পুষ্প। না না আপনি যাবেন না, আপনি বলুন, এ কাহিনী আপনি কার কাছে শিখেছেন ?

তেজ। গহ্বরে কাননে যাঁর বাস···শিখেছি তাঁর কাছে।

পুষ্প। গহ্বরে কাননে কার বাস ?

তেজ। যিনি পৈতৃক দুর্গ হারিয়েছেন, শিশু কাল হতে বনে বনে বিচরণ কর্চ্ছেন।

পুষ্প। চারণদেব, একজন অভাগিনী রাজপুত বালার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করুন, আমি অন্তরকে আর কিছুতে স্থির রাখতে পার্চ্ছিনা; আপনি আমাকে শুধু এই কথাটী বলুন, কাহিনীতে যে রাঠোর বীরের কথা শোনালেন, তিনি কি সত্যই তাহলে জীবিত আছেন ?

তেজ। আছেন বৈকি। হলদিঘাটার আসন্ন যুদ্ধে রাঠোর বীরের খড়্গা দৃষ্ট হবে।

পুষ্প। জগদীশ্বর তাঁকে কুশলে রাখুন।

তেজ। দেবি, আমিও বনবাসী, হয়ত সেই রাঠোরের সঙ্গে আবার আমার সাক্ষাৎ হতে পারে। তাঁর নিকট আপনার কি কিছু বলবার আছে ?

পুষ্প। যদি দেখা হয় কেবল এই কথাটী বলবেন যে রাজপুত রমণী সত্য পালন করতে জানে, সে তার সত্য পালন করবে।

তেজ। তবে কি সে রাঠোর দেবীর পূর্ব্ব-পরিচিত ?

পুষ্প। সে বীর এ অভাগিনীর অপরিচিত নন।

তেজ। অপরিচিত নন ! তাহলে শুনুন দেবি, যেদিন তেজসিংহ আমাকে এই কাহিনী শুনিয়েছিলেন, সেইদিন এই আংটীটি দিয়ে আমায় বলেছিলেন, যে, কাহিনী-বর্ণিত সেই বীর নারীর সঙ্গে যদি কখনো দেখা হয়, তাহলে আমার সত্যের নিদর্শন স্বরূপ এই আংটীটি তাঁর আঙ্গুলে পরিয়ে দিও। ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করুন, আপনাকে আংটী পরিয়ে দিয়ে আমিও পণ রক্ষা করি। (তেজসিংহ পুষ্পের আঙ্গুলে আংটী পরিয়ে দিলেন)

পুষ্প। একি স্পর্শ ! এ যেন কত পরিচিত ! চারণ দেব, আপনি··· আপনি—

তেজ। দেবি, আমি দূত মাত্র। এবার বিদায়।

পুষ্প। দাঁড়ান, আর এক মুহূর্ত্ত দাঁড়ান, আমায় মার্জ্জনা করবেন চারণ দেব, আমি আত্মবিস্মৃত হয়েছিলাম। সেই বীর পুরুষকে প্রতিদান দিতে পারি এমন কোন অলঙ্কার আমার নেই। যদি তাঁর সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ হয়, অভাগিনীর নিদর্শন স্বরূপ এই পুষ্পটী তাঁকে দান করবেন। (তেজসিংহ পুষ্পের হাত হইতে ফুল নিল, বুকে গুঁজিয়া রাখিল)

তেজ। উত্তম, তাই হবে দেবি।

পুষ্প। আমি আর এখানে অপেক্ষা করবো না, এ পুরীতে আমি বন্দিনী, বহুক্ষণ এই বাগানে রয়েছি, হয়ত কেউ সন্দেহ করবে, আমি চল্লুম। (পুষ্পের প্রস্থান। অন্যদিক হইতে ডালিয়ার প্রবেশ)

ডালিয়া। ও সন্ন্যাসী ঠাকুর, ও সন্ন্যাসী ঠাকুর, এদিকে ফেরোই না, একটা পেন্নাম করেনি।

তেজ। একি! ডালিয়া, কি আশ্চর্য্য, তুই এখানে!

ডালিয়া। বাবে! আমিত এখানে প্রায়ই আসি।

তেজ। প্রায়ই আসিস্।

ডালিয়া। হুঁ, ভীলের মেয়ে, বাঁশের চুপড়ী, বেতের ঝুড়ী, হরিণের চামড়া কত কি বিক্রী করতে আসি। আজ পথে আসতে দেখলুম আমাদের রাজা যোগী হয়ে সূর্য্যমহলে ঢুকছে, তাইতো খুঁজতে খুঁজতে এই বাগানে এলুম।

তেজ। ওঃ, তাহলে চল, অনেক রাত হয়েছে, বাড়ী চল।

ডালিয়া। চল। হ্যাঁ ভালকথা, তুমি ফুল ভালবাস, তাই আমি তোমার জন্যে বনের ফুল তুলে মালা গেঁথেছি। নাও, আমি তোমায় মালা পরিয়ে দিচ্ছি।

তেজ। দে, পরিয়ে দিয়ে তারপর বাড়ী চল।

ডালিয়া। (মালা পরাতে গিয়া) ওদি! তোমার বুকে কি?

তেজ। একটা ফুল।

ডালিয়া। ফেলে দাও।

তেজ। কেন?

ডালিয়া। ও যে বাগানের ফুল।

তেজ। হলই বা, আমি ফেলব না।

ডালিয়া। তবে আমিও মালা পরাব না।

তেজ। কেন?

ডালিয়া। মালা পরলে পুষ্প রাগ করবে।

তেজ। কি? কি বল্লি?

ডালিয়া। বুঝছ না! বাগানের ফুল বড়লোক, বনের ফুল ছোট

লোক। বুনো ফুলের মালা গলায় দেখলে তোমার ওই বাগানের ফুলটি রাগ করবে।

তেজ। সেকি! ফুল আবার রাগ করে নাকি?

ডালিয়া। করে না! তবে তুমি ওই ফুল ফেলে দিতে ভয় করছ কেন?

তেজ। হুঁ।

ডালিয়া। থাক্‌গে। বুনো ফুলের মালা না হয় নাই নিলে, এইবার চলো, এখানে কত রকম ভয় আছে।

তেজ। ভয়! কিসের ভয়?

ডালিয়া। চোরের ভয়।

তেজ। কই, এখানে কোথায় চোর আছে আমি তা ত জানি না।

ডালিয়া। জাননা! তোমার কিছু চুরি করেনি?

তেজ। না। কি চুরি করবে?

ডালিয়া। দেখি। (আপাদ মস্তক দেখিয়া) তোমার হাতের আংটী কোথায় গেল?

তেজ। আংটী!

ডালিয়া। কেমন, একটী জিনিষ চুরি হয়েছে তো?

তেজ। না না চুরি হয়নি, চুরি হবে কেন? কোথাও হয়ত মনের ভুলে খুলে রেখেছি।

ডালিয়া। খুলে রেখেছ! তাহলে আমি খুঁজে দেখব?

তেজ। দেখিস।

ডালিয়া। যদি পাই তবে সে আংটী আমার?

তেজ। হ্যাঁ।

ডালিয়া। ঠিক বলছ তো, কথা দিচ্ছ, আমি খুঁজে পেলে সে আংটী আমার?

তেজ। হ্যাঁ, কথা দিচ্ছি, তোর।

ডালিয়া। বেশ। এইবার বলত, আংটী হারিয়েছে, আমার কাছে আগে লুকিয়েছিলে কেন?

তেজ। না না লুকোবো কেন, ভুলে গিয়েছিলাম। তুই হঠাৎ দেখতে পেলি···তাই।

ডালিয়া। হুঁ, ভীল অনেক কিছু দেখতে পায়, অনেক কথা শুনতে পায়। আহা, তুমি যদি ভীল হতে—

তেজ। তাহলে কী হত?

ডালিয়া। কি হত?

(তেজসিংহের হাত টানিয়া নিজের হাতের সঙ্গে মিলাইয়া দেখাইল।)

তেজ। কি বলছিস, কি হ'ত তা হলে?

ডালিয়া। (হাসিয়া) তুমি কি অন্ধ? তফাৎ দেখতে পাও না! তাহলে তোমার হাত সাদা না হোয়ে আমার মত এই রকম কালো হত।

তেজ। ডালিয়া, শীগগির বাড়ী চল, মেঘ ঘনিয়ে এসেছে, হয়ত এখুনি বৃষ্টি আসবে।

ডালিয়া। না আমি বাড়ী যাব না।

তেজ। কেন?

ডালিয়া। আমি মেঘ দেখতে ভালবাসি।

তেজ। কেন?

ডালিয়া। কেমন শাদা বিদ্যুতের সঙ্গে কালো মেঘ এক সঙ্গে খেলা করে। আমি যাই, ওই পাহাড়ের ওপর উঠে মেঘ বিদ্যুতের লুকোচুরি খেলা দেখিগে।

(ডালিয়ার প্রস্থান)

তেজ। ডালিয়া, শোন শোন! (প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

সেলিমের শিবির

(সেলিম বসিয়া মদ খাইতেছে ; নর্ত্তকীদের নৃত্যগীত চলিতেছিল)

মঞ্জীরে তোল সই, চঞ্চল ঝঙ্কার—
উড়ুক অঞ্চল ঝলমল্ ঝলমল্।
বঙ্কিম মদ রসে মত্ত মাতাল ধরা
দুলুক আবেশে টলমল টলমল ॥
ওগো বিলাসিনী চপল নয়না, কত যে ছলনা জানো,
বঙ্কিম দুটী ভুরুর ধনুকে কুসুম সায়ক হানো।
তব কঙ্কন কণ কণে কী স্বপন আনো মনে।
রূপ গরবিনী তটিনী নটিনী নেচে চল্ গেয়ে চল্,
এপাড় ভাঙিয়া ওপাড় গড়িয়া আনন্দে কল্ কল্ ॥

(গান শেষে প্রহরী প্রবেশ করিল)

প্রহরী। শাহাজাদা, রাজা মানসিংহ আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্ত্তে এসেছেন।

সেলিম। রাজা মানসিংহ! এত রাত্রে! যাও, সসম্মানে নিয়ে এস।
(নর্ত্তকীদের ইসারা করতেই তাহাদের প্রস্থান, মানসিংহের প্রবেশ)
আসুন আসুন, রাজা। তারপর, এত রাত্রে বিশ্রাম গ্রহণ না করে আমার শিবিরে!

মান। শাহাজাদা, বিশ্রাম গ্রহণের আর অবকাশ নেই। সংবাদ পেলুম রাণা প্রতাপ হলদিঘাটার আশে পাশে প্রত্যহ নূতন সেনা সমাবেশ করছে, তাকে আর সুযোগ না দিয়ে কল্য প্রভাতে যুদ্ধ দান করাই শ্রেয়।

সেলিম। কালই যুদ্ধ!

মান। আমার তাই অভিপ্রায়। আমরা আক্রমণ করতে যত বিলম্ব করব, রাণা প্রতাপ যুদ্ধ আয়োজনের তত অধিক সুযোগ পাবে। আর তাছাড়া বর্ষা কালেরও বিলম্ব নেই। একবার বর্ষা নামলে এই অপরিচিত পার্ব্বত্য প্রদেশ মোগল সেনার পক্ষে অত্যন্ত বিপদ-সঙ্কুল হবে। তাই আমার মনে হয়, যত শীঘ্র সম্রাটের কার্য্য শেষ করে আবার দিল্লীতে ফিরতে পারি ততই ভাল।

সেলিম। বেশ, কালই তবে আমরা মেবারীদের আক্রমণ করবো। এপর্য্যন্ত মেবারীরা বাদশাহী সেনার সম্মুখে দাঁড়াতে পারেনি, কালও যে পারবে না একথা নিশ্চিত। প্রতাপসিংহ এবার পরাজিত হয়ে দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হবে।

মান। দিল্লীশ্বরের সেনার সম্মুখে দাঁড়াতে পারে এমন সেনা ভারতবর্ষে নেই। তবু প্রতাপসিংহ সহজে পালাবে না, মানসিংহ তাকে জানে, আর তাছাড়া—

সেলিম। বলুন, বলুন রাজা, কি বলছিলেন? হঠাৎ থেমে গেলেন কেন? প্রতাপের সাহসের কথা আমিও শুনেছি, তাছাড়া আপনি প্রতাপ সম্বন্ধে আর কি অবগত আছেন—বলুন—

মান। প্রতাপের সঙ্গে পূর্ব্বে একবার আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল, তাই আমি তাকে বিশেষ করেই জানি। তার নিকট আমার একটী ঋণ আছে, এবার সেই ঋণ পরিশোধ করতে হবে।

সেলিম। প্রতাপও হিন্দু আপনিও হিন্দু, আপনাদের মধ্যে ঋণ ও বন্ধুত্ব দুই থাকা সম্ভব। আপনি যদি সুহৃদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অনিচ্ছুক হন, বেশ তো, আপনি দূরেই থাকবেন, সেলিম একাকি যুদ্ধ দান করবে। দেখবো, প্রতাপ তার বাহুতে কত বল ধারণ করে।

মানসিংহ। না না শাহাজাদা, প্রতাপের নিকট আমার যে ঋণ আছে

তা পরিশোধ হবে প্রতাপের হৃদয় শোণিতে। সে অবমাননা আমি জীবনে ভুলতে পারব না।

সেলিম। অবমাননা? কে আপনাকে অপমান করেছিল রাজা? কার এত দুঃসাহস?

মানসিংহ। শুনুন শাহাজাদা, শোলাপুর থেকে আমি হিন্দুস্থানে ফিরছিলুম। পথে রাণা প্রতাপের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে ইচ্ছা হলো। তাই বন্ধু ভাবে মেবারে এসেছিলুম। আমি সাক্ষাৎ করতে আসছি শুনে আমাকে অভ্যর্থনা করবার জন্য প্রতাপ সামন্তমণ্ডলী সহ কমলমীর থেকে উদয়সাগর পর্য্যন্ত এসেছিলো।

সেলিম। আপনাকে তো প্রতাপসিংহ যোগ্য সম্মানই দিয়েছিলো তাহলে—

মান। যোগ্য সম্মান! তার পরের ঘটনা শুনুন শাহজাদা, উদয় সাগর কুলে মহাসমারোহে আহার্য্য প্রস্তুত হলো; আমি আহার করতে বসলুম, কিন্তু প্রতাপ নিজে দেখা দিল না, প্রতাপের পুত্র অমর সিংহ আমাকে বল্লে, যে, তার পিতার শিরঃপীড়া হয়েছে, তাই তিনি নিজে আসতে না পেরে, আতিথেয় ধর্ম্ম পালন করতে তাঁর পুত্রকে পাঠিয়েছেন। সে শিরঃপীড়ার কারণ আমি বুঝলুম। দিল্লীর বাদশাহের সহিত আত্মীয়তা করেছি, তাই গর্ব্বিত বিদ্রোহী প্রতাপ আমার ভোজন স্থানে উপস্থিত হল না।

সেলিম। তারপর—

মান। তারপর আমি অমর সিংহকে বললুম, তোমার পিতার শিরঃ-পীড়ার কারণ যে আমি একেবারে বুঝিনি তা নয়, তবু আজ আমি তাঁর অতিথি, তিনি যদি স্বয়ং আমার সম্মুখে আহার পাত্র না দেন তো কে দেবে? এ কথার উত্তরে প্রতাপ যে অভদ্র উত্তর

পাঠিয়েছিলো তা মানসিংহ এ জীবনে ভুলবে না, অথবা ভুলবে···কাল হলদীঘাটার যুদ্ধে ··প্রতাপের বক্ষ রক্ত দিয়ে।

সেলিম। কি, কি উত্তর পাঠাল আপনাকে গর্ব্বিত প্রতাপ?

মান। সে বল্ল, তুর্কিকে যে ভগ্নী সম্প্রদান করেছে···হয়ত তুর্কির সঙ্গে যে একসঙ্গে আহার করতে অভ্যস্ত, সেই স্বধর্ম্মদ্রোহীর সঙ্গে রাণা প্রতাপ একসঙ্গে আহার্য্য গ্রহণ করতে পারে না। উত্তর শুনেই আমি আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালুম, অভুক্ত অবস্থায় অশ্বারোহণে নিজ শিবিরে ফিরে এলুম। বুকের ভেতর জ্বালিয়ে নিয়ে এলুম তার প্রতিহিংসার অনির্ব্বাণ চিতানল। সেই দিনই প্রতিজ্ঞা কল্লুম, যদি সেই গর্ব্বিত প্রতাপের গর্ব্ব খর্ব্ব করতে না পারি তাহলে আমার নাম মানসিংহ নয়।

সেলিম। রাজা, প্রতাপ আপনাকে যে অপমান করেছে, তার চেয়েও অধিক অপমান করেছে আমাদের। আপনি নিশ্চিন্ত হোন, তার এ দর্পের সমুচিত প্রত্যুত্তর কাল সে পাবে ঐ হলদীঘাটে।

মান। উত্তম, তবে তাই হোক শাহজাদা, আমি কল্যকার যুদ্ধে সেনা সন্নিবেশ কি প্রকার হবে তার মানচিত্র প্রস্তুত করিগে। রাত্রি প্রভাতের পূর্ব্বেই দুর্ভেদ্য সেনা ব্যূহ রচনা করে আমরা প্রতাপকে চতুর্দ্দিক হতে বেষ্টন করবো। জীবন পণ, একটা মেবারীকেও আমরা প্রাণ নিয়ে ফিরতে দোব না। পুঞ্জিভূত রাজপুতের শবদেহ মধ্যে গর্ব্বিত প্রতাপের সমাধি নির্ম্মিত হবে ঐ হলদিঘাটে।

তৃতীয় দৃশ্য

দিল্লী ; যোধাবাঈয়ের কক্ষ।

যোধাবাঈ ও নর্ত্তকীগণ।

নর্ত্তকীগণ নৃত্য করিতেছিল।

(আকবরের প্রবেশ)

আক। বেগম যোধবাঈ।

যোধা। একি, স্বয়ং হজরৎ! আসুন আসুন শাহান শাহ, আজ আমার কি সৌভাগ্য!

আক। অভিমান করো না পিয়ারা! রাজা মানসিংহ, যুবরাজ সেলিম মেবার আক্রমণ করতে গেছেন, সেখানে অর্থ ও রসদ প্রেরণ, মন্ত্রণাসহ দূত প্রেরণ প্রভৃতি ব্যাপারে এতদিন বড়ই ব্যস্ত ছিলেম, তাই তোমার মহলে আসতে পারিনি। হলদিঘাটার যুদ্ধ শেষ হল, তাই আজই ফুরসৎ হলো তোমার সঙ্গে দেখা করবার। তা এখানে এসে দেখি তুমি যে দস্তুরমত নাচের আসর বসিয়ে দিয়েছ! আজ এত আনন্দের হেতু?

যোধা। হজরৎ, যদি বলি হলদিঘাটার যুদ্ধে শাহানশার জয় হয়েছে, তাই এ আনন্দ উৎসব!

আক। হলদিঘাটার জয়? না যোধাবাঈ, জয় নয়, হয়েছে আমার পরাজয়।

যোধা। সেকি হজরৎ? তবে যে সংবাদ পেলুম রাণা প্রতাপ যুদ্ধে পরাজিত হয়ে হলদিঘাটা ত্যাগ করেছেন!

আক। হ্যাঁ, প্রতাপ হলদিঘাটা ত্যাগ করেছে, সমুদ্র তরঙ্গ তুল্য বিরাট বাহিনী নিয়ে যুবরাজ সেলিম ও দুর্দ্ধর্ষ মহাবীর রাজা মানসিংহ মেবারের দ্বারে উপস্থিত হয়েছিল। মাত্র বাইশ হাজার সৈন্য নিয়ে প্রতাপ হলদিঘাটায় তাদের বাধা দিল, যুদ্ধে মুঘলের অর্দ্ধেক সৈন্য নিহত, রসদ ও গোলা বারুদ যে কত নষ্ট হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। বাইশ

হাজারের মধ্যে চোদ্দ হাজার রাজপুতবীর মেবারের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য জীবন বলি দিয়েছে, দেহের সপ্ত স্থানে আহত প্রতাপ অবশিষ্ট সৈন্য নিয়ে হলদিঘাটা ছেড়ে দুর্গম গিরিকন্দরে প্রবেশ করেছে, আবার নূতন শক্তি সংগ্রহের আশায়।

যোধা। শাহান শা!

আক। একটু আগে মহারাজ মানসিংহের পত্র এসে পৌঁছেছে। সে পত্রে প্রতাপের যে অপূর্ব শৌর্য্যের পরিচয় পেলুম তাতে আমি বিস্মিত, স্তম্ভিত! জগতের ইতিহাসে এমন বীরত্বের তুলনা বুঝি দুর্লভ! জানো যোধাবাঈ, রাজা মানসিংহ লিখেছেন যে আর একটু হলে এ যুদ্ধে আমরা যুবরাজ সেলিমকে পর্য্যন্ত হারাতুম।

যোধা। সেকি শাহানশা?

আক। হাঁ যোধাবাঈ, মত্তমাতঙ্গের মত রাণা প্রতাপ মোগল সৈন্য ব্যূহ ভেদ করে সেলিমের দিকে অগ্রসর হলো, প্রতাপের অব্যর্থ খড়্গাঘাতে সেলিমের রক্ষিগণ ভূতলশায়ী হলো, তখন প্রতাপ সেলিমকে লক্ষ্য করে দীর্ঘ বর্শা নিক্ষেপ করলেন, দৈবাৎ হাওদার লোহে সেই বর্শা প্রতিরুদ্ধ হল, তাই সেলিমের প্রাণ রক্ষা হলো। প্রতাপের অস্ত্রাঘাতে সেলিমের হস্তির মাহুত নিহত হলো। শিক্ষিত হস্তি তখন সেলিমের বিপদ বুঝতে পেরে সেলিমকে নিয়ে রণক্ষেত্র হতে পালিয়ে গেল।

যোধা। জগদীশ্বর সাহাজাদাকে রক্ষা করেছেন, নইলে মাহুত বিহীন হস্তি এমন করে যুবরাজকে নিয়ে পালিয়ে আসবে কেন?

আক। হাঁ জগদীশ্বরই তাকে রক্ষা করেছেন। কিন্তু সত্য কথা বলতে কি, জান যোধাবাঈ, এ যুদ্ধে যদি যুবরাজ সেলিম মৃত্যুও বরণ করতো তাহলে হয় তো আমার কোন আক্ষেপ থাকত না। প্রতাপের মত মহাবীরের অস্ত্রে নিহত হওয়া কজনকার ভাগ্যে ঘটে থাকে।

যোধা। শাহানশাহ, প্রতাপের শৌর্য্যে আপনি যখন এত মুগ্ধ হয়েছেন, তখন শুনুন শাহানশাহ, নির্ভয়ে বলছি, আজ আমি আনন্দ উৎসব কর্চ্ছিলুম হলদিঘাটার যুদ্ধে বাদশাহী ফৌজের জয়ের জন্য নয়, এ আনন্দ-উৎসব প্রতাপের বীরত্ব স্মরণ করে।

আক। ও, তাই বল! বেগম, তোমার স্পষ্টবাদিতায় আমি সন্তুষ্ট হলুম। তাহলে তুমিও শোন, বীর প্রতাপকে আমি শ্রদ্ধা করি, এবং তার বীরত্ব প্রদর্শনের নব নব সুযোগ প্রদান করবার জন্য আমি এখন হতে তাকে দিবারাত্রিব্যাপি যুদ্ধে ব্যাপৃত রাখব। রাজধানী ত্যাগ করে সে পর্ব্বত-কন্দরে আশ্রয় নিয়েছে, মেবারের প্রতি পর্ব্বতে, প্রতি উপত্যকায়, প্রতি গিরিগহ্বরে মুঘল সৈন্য প্রতাপকে অনুসরণ করবে। যে করে হোক সেই দুর্দ্দর্ষ মহাবীরকে আমি করায়ত্ব করবই। রাজপুতানার যে সব যোদ্ধা স্বেচ্ছায় আমার বন্ধুত্ব স্বীকার করেছে তাদের স্থানে আমার দরবারে আমার সিংহাসন নিম্নে; আর ঐ বিদ্রোহী প্রতাপকে যদি করায়ত্ব করতে পারি তাহলে তার স্থান হবে আমার সিংহাসন নিম্নে নয়…পার্শ্বদেশে। আমি চল্লুম। প্রতাপের বিরুদ্ধে নূতন সৈন্যদল প্রেরণের ব্যবস্থা করিগে।

(প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

পার্ব্বত্য প্রদেশ

(আহত তেজ সিংহ ও দুর্জ্জয় সিংহের প্রবেশ)

দু। আজই তুমি শয্যা ত্যাগ ক'রে উঠে এলে যুবক! তোমার আঘাত আজ কেমন?

তেজ। অনেকটা সুস্থ বোধ কচ্ছি। দেহে আবার বল ফিরে পেয়েছি। এখন আর বিশ্রামের প্রয়োজন নেই।

দুর্জ্জয়। তোমার অবস্থা দেখে আমি ভীত হয়ে পড়েছিলাম যুবক, ওঃ! কী উৎকণ্ঠায় যে এত দিন কাটিয়েছি! তুমি যে আবার সুস্থ হয়ে উঠে এসে দাঁড়াবে তা আশাও কর্ত্তে পারিনি।

তেজ। চন্দাবত, আকৈশোর পাহাড়ের বুকে লালিত হয়েছি, পাথরের মত শক্ত এ প্রাণ সহজে যায় না।

দু। শুধু আমার জন্য, হলদিঘাটায় মহাযুদ্ধে আমাকে রক্ষা করবার জন্যই তোমাকে এই দারুণ আঘাত সইতে হয়েছে। চারিদিকে অগণন মোঘল সৈন্য। মাথার উপর তাদের উদ্যত কৃপাণ, মৃত্যু আমার সুনিশ্চিত। ঠিক এমনি সময় মোগল ব্যূহ বিচ্ছিন্ন করে তুমি আমার পাশে এসে দাঁড়ালে, মুঘলের অস্ত্রাঘাত নিজের দেহে গ্রহণ করে তুমি আমাকে বেষ্টন করে রাখলে, তারপর একসময় কি এক অমানুষিক কৌশলে সেই সংখ্যাতীত শত্রু সৈন্যের মধ্য দিয়ে অশ্বচালিত করে তুমি আমার আহত অচেতন দেহকে নিরাপদে শিবিরে বহন করে আনলে। যুবক, নিজের জীবন বিপন্ন করেও বারবার তুমি আমার প্রাণ দান করেছ। কি করে যে কৃতজ্ঞতা জানাবো তোমায়, আমি ভাবা খুঁজে পাচ্ছি না।

তেজ। কৃতজ্ঞতা! কৃতজ্ঞতার কোন প্রয়োজন নেই চন্দাবত। শুধু এই কথাটি শুনে রাখুন, আপনাকে যে কোন বহিঃশত্রুর হাত থেকে রক্ষা করাই, আপনার সম্বন্ধে বর্ত্তমানে আমার একমাত্র কর্ত্তব্য।

দু। আমাকে রক্ষা করাই তোমার একমাত্র কর্ত্তব্য! কেন যুবক? আমাকে দিয়ে তোমার কি প্রয়োজন?

তেজ। মার্জ্জনা করবেন, সে আমি বলতে পারব না।

দু। কিন্তু তোমার পরিচয়?

তেজ। সেও তো বলছি···বলতে পারব না।

দু। জানি না যুবক তুমি কে? কি তোমার উদ্দেশ্য! কিন্তু তোমাকে সেই প্রথম দেখেই আমার কি মনে হয়েছিল জান?

তেজ। কি?

দু। মনে হয়েছিল, তুমি রাঠোর তিলক সিংহের পুত্র। তাই সেদিন আমার সঙ্গে আতিথ্য গ্রহণ করনি, তাই আমাকে সেদিন বলেছিলে আমি পর গৃহবাসে অভ্যস্ত। এমন কি হলদীঘাটার যুদ্ধের পূর্ব্বেই একদিন সংবাদ পেয়েছিলুম, যে, বন্য ভীলের দল সূর্য্য মহল আক্রমণ করতে আসছে; সেদিন মনে হয়েছিল, তাদের নেতা তুমি, তিলক সিংহের পুত্র। কিন্তু তারপর ভেবে দেখলুম—

তেজ। কি ভেবে দেখলেন?

দুর্জ্জয়। ভেবে দেখলুম, তুমি তিলক সিংহের পুত্র হলে আমাকে জন্ম-শত্রু জ্ঞান করতে, জন্ম-শত্রুকে কেউ কখনো নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ হতে ফিরিয়ে আনে না। আমার দৃঢ় ধারণা হল, তুমি তিলক সিংহের পুত্র নও। তিলক সিংহের পুত্রের হ্রদের জলেই মৃত্যু হয়েছে।

তেজ। আমারও তাই বিশ্বাস, হ্রদের জলেই তার মৃত্যু হয়েছে।

চু। তোমারও সেই বিশ্বাস ?

তেজ। হ্যাঁ চন্দাবত, আশৈশব আমি ভীল পল্লীতে পালিত, ভীল পল্লীতেই শুনেছিলাম, সেই তিলক সিংহের কথা, তার হতভাগ্য পুত্রের কথা। এতদিন যখন তার সন্ধান নেই, তখন আমারও বিশ্বাস সে আর ইহলোকে নেই। আর যদিও সে বেঁচে থাকে, তার দ্বারা আপাততঃ আপনার কোন অনিষ্ট সাধনের সম্ভাবনা নেই।

চু। কি করে বুঝলে ?

তেজ। কি করে বুঝলেম ! আমি এই অস্ত্র হাতে আপনার পার্শ্বে রয়েছি। আমি যতক্ষণ আপনাকে রক্ষা কচ্ছি—তিলক সিংহের পুত্রের সাধ্য নেই, যে, আপনার কেশাগ্রও স্পর্শ করে।

চু। সত্য, সত্য বলছ যুবক ?

তেজ। বিশ্বাস না হয়, দেবাদিদেব শঙ্করের শপথ, আমি যতক্ষণ আপনার রক্ষী···ততক্ষণ তিলক সিংহের পুত্র হতে আপনি সম্পূর্ণ নিরাপদ।

চু। মহান উদার যুবক ! (আলিঙ্গণ করিতে গেল)

তেজ। ঐ মহারাণার সঙ্গে শালুম্ব্রাপতি এইদিকে আসছেন, হয়ত কোন গোপন পরামর্শ আছে ! চলুন—আমরা অন্তরালে যাই।

(উভয়ের প্রস্থান)

(রাণাপ্রতাপ ও শালুম্ব্রাপতির প্রবেশ)

প্রতাপ। এইবার বলুন শালুম্ব্রাপতি, কী গোপন সংবাদ আপনি বহন করে এনেছেন ?

শালুম্ব্রা। মহারাণা, শত্রু আমাদের এই চাউন্দা দুর্গে অবস্থিতির সংবাদ পেয়েছে। রাজা মানসিংহ, সাহাবাজ খাঁ, মহাবৎ খাঁ, এবং ফরিদ খাঁ বিপুল সৈন্য নিয়ে চারিদিক থেকে আমাদের বেষ্টন করতে অগ্রসর হচ্ছে।

প্রতাপ। একসঙ্গে চতুরঙ্গ বাহিনী! এখন আপনি কি কর্ত্তব্য মনে করেন শালুম্ব্রাপতি?

শালু। মহারাণা, আমার পরামর্শ, অবিলম্বে চাউন্দা ত্যাগ করে আমাদের অন্যত্র গমন করা উচিত।

প্রতাপ। চাউন্দা ত্যাগ করব! শালুম্ব্রা, আমরা কমলমীর ত্যাগ করে চাউন্দা দুর্গে এলুম, সেখানে শিরোহী সর্দ্দার দেবরারাও বিশ্বাস-ঘাতকতা কল্ল। তাই শোণি-রুসর্দ্দার জীবন দিয়েও কমলমীর রক্ষা করতে পারলে না। আজ আবার এই চাউন্দা দুর্গ—

(জনৈক রাজপুত সর্দ্দারের প্রবেশ)

সর্দ্দার। মহারাণা, আমাদের রসদ আসবার পথ বন্ধ হয়ে গেছে।

প্রতাপ। সেকি? আপনি বলছেন কি সর্দ্দার, কি করে বন্ধ হল?

সর্দ্দার। আমিশাহ নামক এক রাজপুত কুলাঙ্গার মুঘলের কাছে প্রচুর উৎকোচ গ্রহণ করে তাদের পথের সন্ধান দিয়েছে। "অগুণা" "কণোর" প্রভৃতি যে সব গ্রাম থেকে আমাদের রসদ আসছিলো, মুঘলেরা তার সমস্ত পথই অবরুদ্ধ করে রেখেছে।

প্রতাপ। হুঁ। আমিশাহ! আমিশাহ! বিশ্বাসঘাতকতার কথা বলছিলুম না শালুম্ব্রাপতি? দেখলেন তো···সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকের অভ্যুদয়। দেবতার সন্ধান সহজে মেলে না, কিন্তু উপদেবতারা স্মরণ মাত্রেই আবির্ভূত হন।

শালু। মহারাণা!

প্রতাপ। আপনি যান শালুম্ব্রাপতি, সবাইকে জানিয়ে দিন আজই আমরা চাউন্দা দুর্গ ত্যাগ করব।

শালু। আমাদের এবারকার গন্তব্য স্থান?

প্রতাপ। এবার আর কোন নির্দ্দিষ্ট দুর্গ নয়, শ্বাপদ সঙ্কুল গভীর অরণ্য, আরাবলীর জনহীন পর্বত কন্দর। (বন্য ভীলের সঙ্গে, বনের হিংস্র

শার্দ্দুল বরাহের সঙ্গে, আমরা দুর্গম প্রদেশে বিচরণ করবো, অগণন মুঘল সৈন্যের সঙ্গে এখন হতে আর সম্মুখ যুদ্ধ নয়, পাহাড়ে বনে, আত্মগোপন করে থেকে যখনি সুযোগ বুঝবো সেই মুহূর্ত্তে বাঘের মত মুঘল বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ব। অতর্কিত আক্রমণে মুঘল সৈন্য ছত্রভঙ্গ করে, তাদের রসদ ও রণ সম্ভার লুণ্ঠন করে, বিদ্যুৎ বেগে আমরা আবার বন মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যাবো। এখন হতে মেবারীর যুদ্ধ নীতি এই—

শালু। উত্তম, তাই হবে মহারাণা। প্রত্যেক রাজপুত এখন হতে বনচারি হিংস্র শার্দ্দুলে পরিণত হবে। কিন্তু, একটি কথা ভাবছি শুধু—

প্রতাপ। কি শালুম্ব্রাপতি ?

শালু। মহারাণী এবং রাজকুমারদের অবস্থা কি হবে ? তাঁরা কোথায় থাকবেন ?

(প্রতাপ মহিষীর প্রবেশ)

প্রতাপ মহিষী। মহারাণীর জন্য এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন শালুম্ব্রাপতি ? প্রাজ্ঞ আপনি, রাজপুত নারীর স্থান চিরদিনই তার স্বামীর পাশে, এ কথা কি মহামর্ত্তী শালুম্ব্রাকে আজ আমায় স্মরণ করিয়ে দিতে হবে ?

শালু। না মা, আমি তো তা বলিনি, আমি বলছিলুম, অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল এবার মহারাণার যাত্রাপথ, এ সময়ে তুমি—

প্রতাপ মহিষী। এই তো আমার মহারাণার পার্শ্বে থাকবার সবচেয়ে উপযুক্ত সময় শালুম্ব্রাপতি। আমি যে মহারাণার সুদিনের সঙ্গিনী, দুর্দ্দিনের সহচরী। (মহারাণা যদি বন্য জীবন যাপন করেন তবে তাঁর সহধর্ম্মিনী আমি, বন্য জীবনের সমস্ত বিপদ, সমস্ত দুঃখতার বিধাতার আশীর্ব্বাদ বলে মাথায় তুলে নোব।)

প্রতাপ। শালুম্ব্রপতি সর্দ্দারজী, আপনারা চাউন্দা দুর্গ ত্যাগের আয়োজন করুন গে। মহারাণীকে আমি ···থা বুঝিয়ে বলছি। হাঁ, চন্দাবত দুর্জ্জয় সিংহকে এবং তার সঙ্গী সেই অজ্ঞাত পরিচয় যুবককে আমার আদেশের অপেক্ষায় নিকটে থাকতে বলবেন।

শালু। যথা আজ্ঞা (উভয়ের প্রস্থান)

প্রতাপ। মহারাণী, আমি জানি, বনবাসের দুঃখকে তুমি হাসিমুখে স্বর্গবাস বলে মেনে নেবে। জীবনে বহু দুঃখকে তুমি সহাস্যে বরণ করে নিয়েছ। কিন্তু তবুও এবার তোমাকে আমি সঙ্গে রাখতে পারব না।

মহিষী। কেন মহারাণা, কি আমার অপরাধ?

প্রতাপ। অপরাধ নয় দেবি, কক্ষচ্যুত উল্কার মত, কক্ষভ্রষ্ট গ্রহের মত, এবার আমাকে বন হতে বনান্তরে গিরি হতে গিরিকন্দরে ধাবিত হতে হবে। শিশু রাজকুমারদের নিয়ে এ সময়ে তুমি আমার সঙ্গে থাকলে আমার গতি হবে মন্থর, শত্রু ধ্বংসের চিন্তার মধ্যেও তোমাদের চিন্তা, তোমাদের নিরাপত্তার চিন্তা, আমাকে বহুলাংশে ব্যাপৃত রাখবে।

মহিষী। মহারাণা!

প্রতাপ। তুমি ক্ষুব্ধ হয়োনা দেবি, দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য, দেশবৈরী মুঘলকে বিদলিত করবার জন্য, কিছুদিনের জন্য আমি তোমাকে আমার নিকট হতে দূরে সরিয়ে দিতে বাধ্য হচ্ছি। তোমার স্বামীর এই মহাব্রতে সম অংশভাগিনী হতে হলে এ দুঃখ তোমায় বরণ করতে হবে।

মহিষী। বেশ, তবে তাই হোক মহারাণা। মেবারের গৌরব, মহারাণার গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখতে আমি এ আদেশ মাথা পেতে গ্রহণ করলাম।

প্রতাপ। দেবাদিদেব শঙ্কর তোমার কল্যাণ করবেন। চন্দাবত দুর্জ্জয় সিংহ—[দুর্জ্জয় সিংহের প্রবেশ]

দুর্জ্জয়। আদেশ করুন মহারাণা।

প্রতাপ। শোন দুর্জ্জয়সিংহ, মেবারের মহারাণীর এবং মেবারের রাজকুমারদের এই মুহূর্ত্তে তোমার সূর্য্য মহল দুর্গে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা কর। আমি অনির্দ্দিষ্ট পথে যাত্রা করব। যতদিন আমি অন্যরূপ আদেশ না পাঠাই ততদিন পর্য্যন্ত রাজমহিষী এবং রাজকুমারদের আশ্রয় স্থান হবে তোমার সূর্য্য মহল।—

দুর্জ্জয়। যথা আজ্ঞা মহারাণা, দুর্জ্জয় সিংহের শরীরে একবিন্দু রক্ত থাকতে রাণামহিষী এবং রাজকুমারদের কোন বিপদ হবে না, এই প্রতিশ্রুতি আমি দান কর্চ্ছি।

প্রতাপ। আমি আনন্দিত হলুম চন্দাবত বীর। যাও সূর্য্যমহল যাত্রার সমস্ত ব্যবস্থা করগে। হাঁ, আর তোমার জীবন রক্ষাকারী সেই অজ্ঞাত পরিচয় যুবকটীকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। তাকে আমার প্রয়োজন আছে।

দুর্জ্জয়। যথা আজ্ঞা মহারাণা।

(দুর্জ্জয় সিংহের প্রস্থান)

প্র-মহিষী। অজ্ঞাত পরিচয় যুবক! কে সে মহারাণা?

প্রতাপ। এখানে অন্য সকলের কাছে সে তার পরিচয় অজ্ঞাত রাখলেও আমার কাছে সে গোপন করেনি। তার নাম তেজসিংহ। রাঠোর তিলক সিংহের পুত্র।

প্র-মহিষী। রাঠোর তিলক সিংহের পুত্র! সূর্য্যমহল দুর্গের অধিশ্বর! যিনি আকবর কর্তৃক চিতোর ধ্বংসের সময় জয়মল্লের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে মহাযুদ্ধে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়েছিলেন?

প্রতাপ। হাঁ, সেই তিলক সিংহের পুত্র। দুর্জ্জয়সিংহ তার পিতৃদুর্গ কেড়ে নিয়েছে, বাল্যকাল হতে ভীলের অন্নে সে প্রতিপালিত, পাণ্ডবেরা যেমন অজ্ঞাত বাস করেছিলেন···এও তেমনি দীর্ঘ দশ বৎসর অজ্ঞাত বাস ক'রে মহাশক্তি সঞ্চয় করেছে ধর্ম্ম যুদ্ধে শত্রু নিধনের নিমিত্ত।

[তেজসিংহের প্রবেশ]

তেজ। আমায় স্মরণ করেছেন মহারাণা।

প্রতাপ। এই যে এসো তেজসিংহ, মেবারের মহারাণী এবং রাজকুমারদের আমি সূর্য্য মহলে স্থানান্তরিত কর্চ্ছি। এঁদের রক্ষার বিপুল দায়িত্ব একা দুর্জ্জয় সিংহের হাতে দিয়ে, আমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারি না। সূর্য্য মহলে দুর্জ্জয় সিংহের পাশে থেকে সে দায়িত্বের সমান অংশ গ্রহণ করতে হবে তোমায়।

তেজ। আমি সূর্য্য মহলে···দুর্জ্জয় সিংহের পার্শ্বে—

প্রতাপ। কুণ্ঠিত হচ্ছ কেন রাঠোর কুমার? এতে কি তুমি অসম্মত?

তেজ। মহারাণা, আমার জন্মস্থান সূর্য্যমহল যে দস্যুর মত কেড়ে নিয়েছে, আমার মাতৃবক্ষে শাণিত ছুরিকা বিদ্ধ করে যে ঘাতক আমার হৃদয়ে প্রতিহিংসার অনির্ব্বাণ চিতাগ্নি জ্বেলে দিয়েছে, সেই পরম শত্রুকেও আমি মহারাণার কার্য্যে নিযুক্ত বলে এতদিন কোন আঘাত হানিনি।

প্রতাপ। আমি জানি তেজসিংহ, দেশের জন্য তোমার এ আত্মদানের তুলনা হয় না। তা ছাড়া, আমি তোমাকে বিশ্বাস করি। তাই তো তোমার ওপর নির্ভর করে আমি মেবারের মহারাণীকে মেবারের রাজ-বংশধরদের পাঠাতে চাইছি ওই সূর্য্য মহলে।

তেজসিংহ। মহারাণা।

প্রতাপ। শোনো যুবক, তোমাকে আবার স্মরণ করিয়ে দিচ্চি— রাঠোর চন্দাবতে যত বিরোধই থাক না কেন, এখন হতে তোমাদের

সে সমস্ত বিরোধ ভুলতে হবে। তোমাদের উভয়কে মেবারের রাজমহিষী এবং রাজকুমারদের মর্য্যাদা রক্ষা করতে হবে। দুর্গ রক্ষায়, যুদ্ধে, মন্ত্রণায়, সর্ব্ব বিষয়ে তোমাদের উভয়কে হতে হবে এক মন, এক প্রাণ। মেবারের দুটী শ্রেষ্ঠ মহাবীর, দুটি অভিন্ন হৃদয় বন্ধু—আমার কাছে বাক্য-বদ্ধ হয়েছে—এই আশ্বাস পেলে আমি আমার মর্য্যাদা এবং সন্তানদের সমস্ত ভার তোমাদের হস্তে অর্পণ করে নিশ্চিন্ত মনে কর্ম্মক্ষেত্রে ঝাঁপ দিতে পারি।

তেজ। তবে তাই হোক মহারাণা। আপনার প্রদত্ত এই গুরু দায়িত্ব যতদিন আমাকে বহন করতে হবে, ততদিন পর্য্যন্ত আমি শত্রুতা ভুলব, প্রতিহিংসা ভুলব; আপনার চরণ স্পর্শ করে শপথ করছি মহারাণা ততদিন পর্য্যন্ত দুর্জ্জয় সিং আমার মাতৃঘাতী নয়—সে আমার মাতৃগর্ভজাত ভাই।

প্রতাপ। আমি নিশ্চিন্ত হলুম তেজসিং, তা'হলে মহারাণীকে নিয়ে স্থানান্তরে যাও।

তেজ। আসুন মহারাজ্ঞী।

প্রতাপ। হাঁ, আর এক কথা, তোমার উপর আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে। তবে দুর্জ্জয় সিংহের কথা ঠিক বলতে পারি না, সে যদি তোমার সত্য পরিচয় পায়, তাহলে হয়ত সমস্ত কর্ত্তব্য ভুলবে, সমস্ত দায়িত্বও বিসর্জ্জন দেবে। হয়ত সুযোগ পেলে তোমায় একাকী পেয়ে তোমার মহা অনিষ্ট সাধন করবে। তাই আমার অনুরোধ, তুমি দুর্জ্জয় সিংহের কাছে তোমার সত্য পরিচয় প্রকাশ কর না। শুধু বলো, তোমার পরিচয় তুমি মহারাণার প্রতিনিধি, দুর্জ্জয় সিংহের সহকর্ম্মী।

তেজ। যথা আজ্ঞা মহারাণা।

পঞ্চম দৃশ্য

সূর্য্যমহল দুর্গ অভ্যন্তর

(জালিমসিংহ ও দুর্জ্জয়সিংহের প্রবেশ)

জালিম। কেমন মহারাজ, এইবার আমার কথা বিশ্বাস হল ? নাহারাম-গরোর কাছে অহেরিয়ার দিন যে যুবকের সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল, এখন বুঝলেন তো যে, সে রাঠোর তিলক সিংহের পুত্র নয়।

দুর্জ্জয়। আমায় লজ্জা দিও না জালিমসিংহ। ছিঃ ছিঃ এতবড় মহোপকারী যে বন্ধু, তাকে আমি কিনা মনে করেছিলুম আমার জীবনের পরম শত্রু !

জালিম। মহারাজ !

দুর্জ্জয়। বারবার সে আমার জন্য নিজের জীবন বিপন্ন করেছে। মহারাণার আদেশে এই সূর্য্যমহল দুর্গে সে আমার সহকর্ম্মিরূপে আগমন করেছে। সমস্ত রাত্রি জাগরিত থেকে সে শত্রুর গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ কচ্ছে। পরমাত্মীয়ের মত আমার সমস্ত দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে আমাকে সে বিশ্রাম দিয়েছে। এমন বন্ধু পেয়ে আমি ধন্য ! দুঃখ শুধু এই যে সে আজও তার পরিচয় আমাকে দিলে না। জিজ্ঞাসা করলে বলে, তার পরিচয় সে মহারাণার প্রতিনিধি। তার পরিচয়···সে আমার বন্ধু !

(নেপথ্যে তেজসিংহ—আমি কি আসতে পারি বন্ধু !)

দুর্জ্জয়। কে ? ও ! বন্ধু, তুমি ! এস, নিঃসঙ্কোচে চলে এস।

(তেজসিংহের প্রবেশ)

তেজ। বন্ধু, বড় দুঃসংবাদ বহন করে এনেছি।

দু। দুঃসংবাদ ! কি বন্ধু ?

তেজ। মার্জ্জনা কর বন্ধু, সে সংবাদ তুমি ব্যতীত দ্বিতীয় ব্যক্তির সম্মুখে প্রকাশ করতে পারব না।

দু। জালিমসিংহ তুমি কক্ষান্তরে যাও। (জালিমের প্রস্থান) এইবার বল বন্ধু, কী সে দুঃসংবাদ।

তেজ। আমার অন্তরঙ্গ একজন ভীলের মুখে সংবাদ পেলুম, শত্রু পক্ষ সন্দেহ করেছে যে মেবারের মহারাণী শিশু রাজকুমারদের নিয়ে এই সূর্য্য মহলে অবস্থান করছেন। তারা সম্ভবতঃ শীঘ্রই বিপুল সেনাদল নিয়ে এঃ সূর্য্যমহল আক্রমণ করবে।

দু। সেকি!

তেজ। এখন তোমার পরামর্শ!

দু। আমরা প্রাণপণে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করব। মহারাণার কাছে যে বাক্য দান করেছি তা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করব। আমাদের দেহে একবিন্দু রক্ত থাকতে মুঘলের সাধ্য হবে না যে আমাদের রাণা মহিষীর বিন্দুমাত্র অনিষ্ট সাধন করে।

তেজ। এ সুবিবেচকের মত কথা হলো না বন্ধু। অগণন মোগল সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধে আমরা যে বাঁচব তার কোন নিশ্চয়তা নেই। ধর, যদি আমাদের মৃত্যুই হয়···তখন? মেবারের মহারাণী, মেবারের রাজ-কুমারদের তখন কি অবস্থা হবে সেই কথাটা বরং একবার ভেবে দেখ।

দুর্জ্জয়। তাইতো এদিকটা তো! আমি ভাবিনি! আমিতো ভেবেছিলুম মহারাণার কার্য্যে হাসতে হাসতে জীবন বিসর্জ্জন দেব, কিন্তু জীবন বিসর্জ্জন দিলেও যে কার্য্য সমাপ্ত হবে না, একথা ত আমি ভাবিনি!

তেজ। আমার পরামর্শ শোনো, শত্রু সূর্য্যমহল আক্রমণ করলে আমরা জীবন দিয়েও তাকে প্রতিরোধ করব। কিন্তু তার পূর্ব্বেই রাণা-মহিষী ও রাজকুমারদের নিরাপদ স্থানে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করব।

দুর্জ্জয়। নিরাপদ স্থানে পাঠিয়ে দেবে? কার ওপর তুমি নিশ্চিন্ত মনে এ গুরু দায়িত্ব অর্পণ করবে বন্ধু?

তেজ। এ গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে শুধু একজন, সে—

দুর্জ্জয়। কে সে বন্ধু ?

তেজ। ডালিয়া! (ডালিয়ার প্রবেশ) দায়িত্ব গ্রহণ করবে এই।

দুর্জ্জয়। একি! এক ভীলের কন্যা।

তেজ। হ্যাঁ ভীলের কন্যা। এ পার্ব্বত্য অঞ্চলের সমস্ত গুপ্ত পথঘাটের সন্ধান জানে এই বালিকা। কেমন ডালিয়া তোকে যা বলেছি মনে আছে ত ? পার্ব্বি না, রাণা মহিষীকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যেত ?

ডালিয়া। কেন পার্ব্ব না। এমন জায়গায় লুকিয়ে রাখব মাকে, যে সারা দুনিয়ার লোকের সাধ্য হবে না তাঁকে খুঁজে বার করে। চাঁদ-সূর্য্যের আলো যেখানে যেতে ভয় পায়, হাওয়া যেখানে ঢুকতে ভয়ে শিউরে ওঠে, পাহাড়ের নীচে এখন গভীর খাদ, ছেলেবেলায় কতদিন সেখানে নেকড়ে বাঘের সঙ্গে লুকোচুরি খেলেছি। দরকার হলে মাকে সেই খাদের ভেতর লুকিয়ে রাখব। খাবার জন্য রুটি যোগাতে না পারি, পোড়া ভুট্টা যোগাতে না পারি, বৈঁচি ফল, আর ঝরণার জল খাইয়ে মাকে বাঁচিয়ে রাখবো, দুসমণ তো দূরে থাক, দেওতা দানারা বুঝতে পারবে না যে মেবারের রাজ লছমী মা কোন গহনে লুকিয়ে আছে।

দু। অদ্ভুত দেখছি এই ভীলের মেয়ে! বন্ধু একে তুমি কোথায় পেলে।

ডালিয়া। আমায় চেন না ? আমি পথের পাশে বুনো ফুল গো। যাঁদের নজর উঁচু ডালের পানে তারা আমায় দেখতে পায় না, চিনতে পারে না, ভুয়ের পানে তাকিয়ে পথ চলে যারা তারাই চেনে বুনো ফুলকে।

দুর্জ্জয়। চমৎকার কথা বলেতো এই বুনো মেয়েটী, লছমী।

(লছমীর প্রবেশ)

লছমী। আদেশ করুন।

দু। একে অন্তঃপুরে মহারাণীর কাছে নিয়ে যাও।

লছমী। এসো।

দু। পুষ্পকুমারীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিস।

ডালিয়া। পুষ্পের সঙ্গে ডালিয়ার পরিচয়, তোমাদের কারুর রাগ হবে না ত এতে?

দুর্জ্জয়। কেন, রাগ হবে কেন?

ডালিয়া। উঁ হুঁ সে তুমি বুঝবে না। চল।

(লছমী ও ডালিয়ার প্রস্থান)

দু। এ মেয়েটীর কথা অনেকটা যেন প্রহেলিকার মত। সে যা হোক তুমি আমার অভিন্ন হৃদয় বন্ধু; তোমার কাছে কিছুই গোপন করা উচিত নয়। ওই পুষ্পকুমারীর কথা বল্লুম…এঁর পরিচয় আমি তোমাকে ইতঃপূর্ব্বে দিই নি, এই পুষ্পকুমারীর সঙ্গে শীঘ্রই হবে আমার শুভ বিবাহ।

তেজ। পুষ্পকুমারীর সঙ্গে তোমার বিবাহ! কিন্তু তিনি কি তোমায় ভালবাসেন?

দু। কেন বাসবেন না?

তেজ। তিনি তোমায় বলেছেন?

দু। অদ্ভুত প্রশ্ন, মেয়েরা কি কখনো মুখ ফুটে ভালবাসার কথা বলে!

তেজ। তবু বলছি পুষ্পকুমারী তোমাকে ভালবাসতে পারেন না…কখন না।

দু। তার কারণ? পুষ্পকুমারীর মনের কথা তুমি কি করে জানলে? তুমি কি তাকে চেন?

তেজ। হ্যাঁ, ওহো, না না, আমি কেমন করে চিনব!

দু। তবে? ও বুঝেছি বন্ধু, একসময় তিলক সিংহের পুত্রের সঙ্গে, পুষ্পকুমারীর বিবাহের কথা ছিল। হয়ত তুমি লোক মুখে সেকথা শুনেছ, তাই ভেবেছ পুষ্পকুমারী এখনো সেই বিগত দিনের স্মৃতি ধ্যান করছে।

তেজ। হ্যাঁ তাই।

দু। ভুল বন্ধু, মহা ভুল। মেয়েদের ভালবাসা জলের আল্পনার মত, মুছে যেতে একটুও দেরী হয় না। বিশেষ করে তিলক সিংহের পুত্র যখন ইহ জগতে নেই।

তেজ। তিলক সিংহের পুত্র ইহজগতে নেই, (জানলার কাছে গিয়া) এই জানালা...এই জানালা থেকে সে ওই নিম্নের হ্রদের জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো। তাই নয় বন্ধ?

দু। হ্যাঁ, কিন্তু কি আশ্চর্য্য, তুমি কি করে জানলে?

তেজ। আমি জানব না। আমি যে—

দু। তুমি কি?

তেজ।...কাহিনী শুনেছি। এমনি এক জানলা থেকে ঐ হ্রদের জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, তাই সন্দেহ হল—

দু। অদ্ভুত তোমার বুদ্ধি! বিচিত্র তোমার অনুমান শক্তি। তুমি মাঝে মাঝে এমন ভাবে কথা বল যাতে হঠাৎ মনে হয় এ দুর্গের সমস্ত কিছু তোমার চির পরিচিত। অথচ এখানে তুমি ইতঃ-পূর্ব্বে কখনো আসনি।

তেজ। না, বন্ধু। আমি কেমন করে আসব তোমার দুর্গে?

দু। বন্ধু, তোমার অনুমান শক্তির আর একটী পরীক্ষা নেব। বলতো জানালার পাশে এ জায়গাটীতে কি হয়েছিল?

তেজ। আমি কেমন করে জানব? আমি তো জ্যোতিষী নই।

দু। জ্যোতিষের কথা নয়। বলেছি তো, তোমার প্রখর অনুমান শক্তির পরীক্ষা। বলত এখানে কি হয়েছিল?

তেজ। আমি জানি না বন্ধু।

দু। এইখানে এই দেয়ালের ধারে তিলক সিংহের বিধবা পত্নীকে আমার বারজন অস্ত্রধারী রক্ষী একসঙ্গে আক্রমণ করেছিল।

তেজ। আমি শুনতে চাই না, আমি চল্লুম বন্ধু। আমার প্রয়োজন আছে।

দু। দেখে যাও বন্ধু, এই যে দেওয়ালেব গায়ে এখনও তাব রক্তের দাগ।

তেজ। রক্ত! একি! এত রক্ত!

দু। হ্যাঁ। ফিনকি দিয়ে রক্ত ঝরেছিল, মুছে ফেলিনি, দুর্জ্জয় সিংহের সঙ্গে শত্রুতাব কঠোর প্রতিশোধ চিহ্ন ঐ পাথরের গায়ে এই দশ বছব ধরে সযত্নে রক্ষা কবেছি। যদি তিলক সিংহের পুত্র আজও বেঁচে থাকে, যদি কখন তাকে বন্দী করে এই দুর্গে নিয়ে আসতে পারি—তাহলে তাকে ওই রক্ত দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করব···সে চেনে কিনা ওই রক্ত—ওই তার মাতৃরক্ত—

তেজ। চিনবে না। মাতৃরক্ত চিনবে না তার সন্তান! শুধু চেনা নয়, আমি মিলিয়ে দোব। (ছুরি দিয়া হাত কাটিয়া রক্ত মিলাইল)

দু। ওকি···ওকি করছ বন্ধু?

তেজ। রক্ত মিলিয়ে দেখছি। একই রকম কিনা।

দু। তোমার রক্ত!

তেজ। হ্যাঁ আমার রক্ত।

দু। তবে তুমি—তবে তুমি—তবে তুমি কি তিলকসিংহের পুত্র—

তেজ। এঁ্যা ওহো—না না, আমি তিলক সিংহের পুত্র হব কেন! পুত্র যদি বেঁচে থাকে তাহলে কোন আততায়ীব সাধ্য হয় কি যে তার সামনে দাঁড়িয়ে তাকে তার মাতৃ বক্ষ রক্ত প্রদর্শন করে!

দু। কিন্তু—কিন্তু তুমি রক্ত মেলাচ্ছিলে কেন?

তেজ। দেখছিলুম ও রক্তও লাল···এ রক্তও লাল হয় কিনা।

দু। মূর্খের মত কথা বলসে বন্ধু। সব মানুষের রক্তই তো লাল হয়।

তেজ। না। পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত কালো রক্ত বইছে, এমন

মানুষও এ পৃথিবীতে বেঁচে আছে। বিশ্বাস হল না বন্ধু! দেখাব, আজ নয়, একদিন স্বচক্ষে দেখাব তোমায় মানুষের দেহেও থাকে কাল রক্ত— (প্রস্থান)

চ। বন্ধু, বন্ধু! (রাণামহিষীর প্রবেশ)

মহিষী। চন্দাবত!

চ। কে! স্বয়ং রাণামহিষী! একটু অপেক্ষা করুন মাতাজী, আমার ওই বন্ধু!

মহিষী। আমি জানি চন্দাবত, অন্তরাল হতে আমি সব শুনেছি।

চ। মাতাজী।

মহিষী। ওর বিষয় তুমি নিশ্চিন্ত থাক চন্দাবত। ও তোমার কোন অনিষ্ট সাধন করবে না।

চ। কিন্তু মাতাজী, ওর আচরণে আমার মনে যে কেমন সন্দেহের উদয় হলো।

মহিষী। এ তোমার অন্যায় সন্দেহ। যত শত্রুতাই থাকুক না কেন, যে কোন কারণই থাকুক না কেন, নারী হত্যা কখন পৌরুষের কার্য্য নয়। তাকে ওই রক্তচিহ্ন দেখাবার তোমার কোন প্রয়োজন ছিল না। উদার হৃদয় ভাবপ্রবণ যুবক, ওই রক্ত দেখে তাই অকস্মাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। বিশেষ করে হলদিঘাটার যুদ্ধে সে মস্তকে আঘাত পেয়েছিল, তাই অকস্মাৎ তার মস্তিষ্কে ভয়াবহ আলোড়ন। তার এ চাঞ্চল্যের জন্য দায়ী আর কেউ নয়, দায়ী তুমি।

চ। মাতাজী!

মহিষী। সে যাহোক। তাকে এখন আর বিরক্ত করো না। একটু বিশ্রাম পেলেই স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে। ওর সম্বন্ধে কণামাত্র সন্দেহ পোষণ কোর না। আমি নিজের চোখে

দেখেছি, ও মহারাণার চরণ স্পর্শ করে শপথ করেছে যে তোমাকে ও জ্ঞান করে মাতৃগর্ভ জাত ভাই বলে।

দু। আমি নিশ্চিন্ত হলুম মাতাজী। আপনি বিশ্রাম গ্রহণ করুন গে। আমি যাই, সংবাদ পেলুম মুঘল সূর্য্যমহলের দিকে আসছে দেখি তারা কত দূরে। (উভয়ের উভয়দিকে প্রস্থান)

(একটু পরে সন্তর্পণে তেজ সিংহের প্রবেশ—রক্ত চিহ্নিত স্থানে দাঁড়াইয়া)

তেজ। শুকিয়ে গেছে, একেবারে শুকিয়ে গেছে! তবে কে আমায় টেনে নিয়ে এল! আমি আসতে চাই না, এ কক্ষে এসে আমি নিশ্বাস নিতে পারিনা, আমার দম আটকে আসে; তবু আমায় টেনে নিয়ে আসে! (রক্ত লইয়া) শুকনো ধূলো, এই ধূলোর ভেতর আঃ একি বিদ্যুৎ শিখা! সর্ব্বাঙ্গে একি বিদ্যুৎ সঞ্চার! আঃ জ্বলে গেল···জ্বলে গেল···দেহ আমার জ্বলে গেল! পুড়ে মলুম···বিদ্যুতের আগুণে পুড়ে মলুম! (ডালিয়ার প্রবেশ)

ডালিয়া। রাজা, রাজা—রাজা— (ঝাঁকুনি দিল)

তেজ। ডালিয়া!

ডালি। কি হয়েছে রাজা?

তেজ। না—কিছু না—কিন্তু আমায় যেন কি কর্ত্তে হবে! কিছু একটা কর্ত্তে হবে! কি কর্ত্তে হবে ডালিয়া!

ডালিয়া। আমি কি করে বলবো রাজা!

তেজ। তাই তো, তুই কি করে বলবি! তুই কি করে জানবি। আমি কি পাগল হয়ে গেলেম? হাঃ হাঃ হাঃ—

ডালিয়া। রাজা, এসব তুমি কি বলছো?

তেজ। চুপ মনে, পড়েছে···আয় আমার সঙ্গে আয়।

ডালিয়া। কোথায়?

তেজ। জানিস নে, শ্মশান কালীর পূজো দিতে হবে যে। জাগ্রত

শ্মশান কালীর। এতদিন শ্মশান কালীর সামনে পশু বলি দিয়েছি আজ সেখানে মানুষ-পশুকে বলি দোব। খড়্গাঘাতে নয়, এই ছুরীকাঘাতে, একবার নয়, দ্বাদশ আঘাতে—

ডালিয়া। সেকি রাজা ?

তেজ। হ্যাঁ হ্যাঁ, দ্বাদশ আঘাতে। মনে করে দেখ ডালিয়া, পতিহারা এক অনাথা বিধবা, শত্রু তার স্বামীর দুর্গ আক্রমণ করল, স্বামী পরিত্যক্ত অসি হস্তে রুখে দাঁড়ালেন সেই বীরাঙ্গণা! (সম্মুখে শরণাগী পশু···মস্তক লক্ষ্য করে ঝলসে উঠলো বীরাঙ্গনার উদ্যত কৃপাণ ঠিক এমন সময় তার পঞ্চদশবর্ষীয় সন্তান অতর্কিত হয়ে তাঁকে মা মা বলে ডাকল। এক মুহূর্ত্তের জন্য কম্পিত হলো বীরাঙ্গণার উদ্যত সেই ভীম খড়্গ, মুহূর্ত্তের জন্য তিনি ফিরে তাকালেন সন্তানের মুখ পানে। সেই অবসরে আততায়ী তাঁর বুকে ছুরিকা বিদ্ধ করল, একটী নয়, দুটি নয়, দ্বাদশ—দ্বাদশ আততায়ীর দ্বাদশটী ছুরিকা বিদ্ধ হলো সেই মাতৃদেহে। ফিনকি দিয়ে রক্ত ঝরল, সেই রক্তে রঞ্জিত হলো ওই প্রাসাদ প্রাচীর! দেখ ডালিয়া, ঐ শুকনো রক্তের পানে, কাণ পেতে শোন ঐ পিপাসিত বিশুষ্ক কণ্ঠ অশরীরি-আত্মার বাণী, রক্ত চাই, দ্বাদশ আঘাতের রক্ত ঝরেছে—দ্বাদশ আঘাতের রক্ত চাই।)

ডালিয়া। রাজা—রাজা—তুমি কি পাগল হয়ে গেলে! সর্ব্বনাশ করোনা, এ শত্রু দুর্গে এমন ভাবে ক্ষেপে গিয়ে মহা সর্ব্বনাশকে ডেকে এনো না।

তেজ। সর্ব্বনাশ নয় ডালিয়া আমি ডাকছি সেই সর্ব্বনাশীকে ; জাগ্রত করব আমি সেই নৃমুণ্ড মালিনী শ্মশান চারিণী ভীমা কপালিনীকে। জাগো মা, জাগো, পূজার বলি তোমার প্রস্তুত রেখেছি, জাগো মা, রুধিরোৎসবে—

মন্ত্রপাঠ

ওঁ মেঘাঙ্গীং বিগতাম্বরাং শবশিবারূঢ়াং ত্রিনেত্রাং পরাং
কর্ণালম্বিনৃমুণ্ড যুগ্মভয়দাং মুণ্ডস্রজাং ভীষণাম্
বামাধোর্দ্ধ কাবাম্বুজে নরশিরঃ খড্গাঞ্চ সব্যেতরে
দানাভীতি বিমুক্ত কেশ নিচয়াং বন্দে সদা কালিকাম্।

(উপরের সিড়ি দিয়া দুর্জ্জয় সিংহ নামিয়া আসিল)

দুর্জ্জয়। একি মন্ত্রধ্বনি। একি মন্ত্রধ্বনি! বন্ধু।

তেজ। বন্ধু!

দুর্জ্জয়। কার অর্চ্চনা করছো বন্ধু?

তেজ। তোমারই জন্য আজ মাতৃ অর্চ্চনা। এস বন্ধু, মাতৃ অর্চ্চনার মহালগ্ন বয়ে যায়। কি রক্ত তুমি আমাকে দেখিয়েছো এই প্রাসাদ গাত্রে? কতটুকু রক্ত? আজ সারা প্রাসাদে রক্তের প্লাবন বইয়ে দোব। পূজা প্রারম্ভে এস বন্ধু, একবার [illegible]হ বাহুর বেষ্টনে পরস্পর আলিঙ্গনে আবদ্ধ হই। (আলিঙ্গন করিল) তারপর শাণিত ছুরিকার দ্বাদশ আঘাতে—(ছুরিকা তুলিল)

(রাণামহিষীর প্রবেশ)

মহিষী। পুত্র, পুত্র—পুত্র! স্মরণ কর মহারাণার কাছে সেই প্রতিজ্ঞা।

তেজ। মহারাণার কাছে প্রতিজ্ঞা! ওঃ। আমার ভুল হয়ে গেছে। আমি যাচ্ছি—আমি যাচ্ছি। (ছুরিকা ফেলিয়া প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

দিল্লীর প্রাসাদ

আকবর। কমলমীর! কমলমীর দুর্গ—প্রতাপ পুনঃ অধিকার করেছে?

সেলিম। হ্যাঁ পিতা, এই মাত্র সংবাদ এসে পৌঁছেছে, সেনাপতি আবদুল্লা নিহত, স্তুপীকৃত মোঘলসৈন্যের শবদেহের ওপর দিয়ে প্রতাপের বিজয়ী সৈন্য তাদের রাজধানী কমলমীরে প্রবেশ করেছে।

আক। তাইতো। দেবীর গেল, সঙ্গে সঙ্গে কমলমীরও হস্ত ভ্রষ্ট হল! জানিনা এর পর আবার কি সংবাদ এসে পৌঁছায়। যে কোন দুঃসংবাদের জন্য আমাকে এখন থেকে প্রস্তুত থাকতে হবে।

সেলিম। আপনি হতাশ হচ্ছেন কেন পিতা? দেবীর ও কমলমীর দুর্গ আমরা হারিয়েছি সত্য, কিন্তু এখনও তো চিতোর রয়েছে, রাজপুতানার বহু দুর্গ আমাদের অধিকারে রয়েছে।

আক। বহু দুর্গ আমাদের অধিকারে রয়েছে! কিন্তু জানকি পুত্র পার্ব্বত্য নির্ঝরিণী একবার যদি ভীমবেগে বিরাট শিলাখণ্ড অপসারিত করে নিম্নে ধাবিত হয় তাহলে তার গতিবেগ শতগুণ বৃদ্ধি পায়। ঐ দেবীর, দেবীর রণক্ষেত্রে মুঘল সৈন্যরূপী শিলাস্তূপ অপসারিত হয়েছে, এবার রাজপুতের গতিবেগ হয়েছে দুর্দ্দমনীয়, সেই স্রোত মুখে কমলমীর হতে মুঘল সৈন্য ভেসে গেছে। এরপর এই বিরাট প্লাবন কোথায় এসে যে প্রতিরুদ্ধ হবে কে বলতে পারে?

সেলিম। পিতা—

আক। আমি অবাক হয়ে ভাবি সাহাজাদা সেলিম, যে এই রাণাপ্রতাপ, দারিদ্রের কঠোর নিস্পেষণে জর্জ্জরিত হয়ে—অবশেষে আমার কাছে

সন্ধির প্রস্তাব করে পাঠান। আমি আনন্দিত হলাম, হ্যাঁ দিল্লী সিংহাসন লাভ করে যত আনন্দ পেয়েছি বোধহয় তার চেয়ে অধিক আনন্দ, অধিক স্বস্তি পেয়েছিলুম প্রতাপের সন্ধির প্রস্তাবে। অথচ কি বিচিত্র! প্রতাপ দুদিন যেতে না যেতেই সন্ধির প্রস্তাব প্রত্যাহার করল। নবীন উদ্যমে মেবার আক্রমণ করে সে ছত্রিশ দুর্গ আমাদের হাত থেকে কেড়ে নিল। আশ্চর্য! হৃতসর্ব্বস্ব প্রতাপ এই সেনাদল সংগ্রহ করল কি করে?

সেলিম। আমি শুনেছি পিতা, ভীমসা নামক প্রতাপের এক বৃদ্ধ মন্ত্রী প্রতাপের হাতে তার যথাসর্ব্বস্ব তুলে দিয়েছে, সেই অর্থ পেয়েই প্রতাপ আবার সৈন্য সংগ্রহে সমর্থ হয়েছে।

আক। বৃদ্ধ ভীমসার যথাসর্ব্বস্ব! তার পরিমাণ?

সেলিম। তা বলতে পারবনা পিতা, তবে শুনেছি, মেবারের রাণাদের নিকট পুরুষানুক্রমে যারা যে বেতন পেয়েছিল তার এক কপর্দ্দকও ব্যয় না করে তারা দেশের দুর্দ্দিনের জন্য সঞ্চয় করে রেখেছিল। সেই সঞ্চিত অর্থ ভীমসা প্রতাপের হাতে তুলে দিয়েছে, অনেকের বিশ্বাস, যে সেই অর্থ দ্বারা দ্বাদশ বর্ষকাল পঁচিশ হাজার সৈন্যের সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ হতে পারে।

আক। বল কি সেলিম! ভীমসার এ অদ্ভুত বদান্যতা যে আমাকে স্তম্ভিত করে দিল! এমন দেশপ্রেমিক যে দেশে জন্মায়, দিল্লীশ্বর তো তুচ্ছ, বোধ হয় জগদীশ্বরও সে দেশকে পদানত করে রাখতে পারেন না।

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। হজরত, রাজা মানসিংহ জাঁহাপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য দ্বারদেশে উপস্থিত।

আক। রাজা মানসিংহ! পাঠিয়ে দাও। (প্রহরীর প্রস্থান) তুমি এবার বিশ্রাম করগে সেলিম! রাজা মানসিংহ আসছেন, (সেলিমের প্রস্থান) আচ্ছা দেখি—তিনি আবার কি দুঃসংবাদ বহন করে আনেন।

(মানসিংহের প্রবেশ)

এই যে, আসুন মহারাজ।

মান। জাঁহাপনা। প্রতাপের সংবাদ শুনেছেন?

আক। শুনেছি মহারাজ। দেবীর এবং কমলমীর প্রতাপ পুনঃ অধিকার করেছে।

মান। শুধু এই টুকুই শুনেছেন জাঁহাপনা! ষাড়ের ঘাঁটিতে প্রতাপ তার বিজয়বাহিনী নিয়ে মুঘল অধিকৃত আরও বহু দুর্গ ইতিমধ্যে দখল করে নিয়েছে। এখন বর্ষাকাল, তাই মেবার হতে দিল্লীতে আসবার পথ অত্যন্ত বিপদজনক হয়েছে বলে জাঁহাপনার কাছে সব সংবাদ সময় মত পৌঁছতে পাচ্ছে না। আমার জন্মভূমি অম্বর হতে একজন অশ্বারোহী এই মাত্র দিল্লীতে এসে পৌঁছেছে, তার সংবাদ যদি সত্য হয়, তাহলে এ যুদ্ধে আমাদের আর কোন আশা নেই।

আক। কি সংবাদ এনেছে সেই অশ্বারোহী?

মান। তার সংবাদ—প্রতাপ বত্রিশটা গিরিদুর্গ পুনরায় হস্তগত করেছে, একমাত্র চিতোর, আজমীর ও মণ্ডলগড় ব্যতীত সমস্ত মেবারে প্রতাপের বিজয় পতাকা উড্ডীন হয়েছে।

আক। এত শীঘ্র! রাজা, প্রতাপ কি মানুষ, না কোন দৈব শক্তিসম্পন্ন পুরুষ! যুদ্ধে এত ক্ষিপ্রতা এর পূর্ব্বে কখনও তো শুনিনি! মেবার জয় করে এবার কি তাহলে সে মোগল অধিকারে প্রবেশ করবে?

মান। সে আশঙ্কা অমূলক নয়, জাঁহাপনা বলতে লজ্জায় ধিক্কারে মাথা মাটীর সঙ্গে নুইয়ে যায়, আমি ভারতের অপরাজেয় মহাবীর, দিল্লীশ্বর আকবর শাহের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ বলে মনে মনে আমার বড় অহঙ্কার ছিলো, কিন্তু প্রতাপ আমার সে অহঙ্কার চূর্ণ করেছে। অশ্বারোহী মুখে শুনলুম, প্রতাপ মেবার ভূমি অতিক্রম করে আমার

জন্মভূমি অম্বরে প্রবেশ করেছে, অম্বরের সবচেয়ে সমৃদ্ধিশালী শহর মল্লপুর সে অধিকার করে নিয়েছে।

আক। মল্লপুর প্রতাপের অধিকারে? তবে আর বিলম্ব নয়, এবার যুদ্ধের অবসান করাতে হবে। আমরা এবার আত্মরক্ষা কর্ব্ব—প্রতাপকে আক্রমণ কর্ব্ব না। পার্ব্বত্য সিংহ নররক্তের আস্বাদন পেয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। এবার তাকে আঘাত করে আরো ক্ষেপিয়ে তুল্লে হয়তো সে এই দিল্লীর সিংহাসন লক্ষ্য করে ধাবিত হবে। আসুন রাজা মানসিংহ, আমি আমার আদেশ পত্র লিখে দিচ্ছি। মুঘল সেনাপতি আর প্রতাপের সঙ্গে বিরোধ কর্ব্বে না, তারা তাদের সর্ব্বশক্তি নিয়োগ কর্ব্বে শুধু আত্মরক্ষার জন্য। (প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

পেশোলা হ্রদতীর

দুর্জ্জয়। এই যে এসেছিস লছমী, একা একা এলি যে! সে কোথায়?

লছমী। সে এলো না।

দুর্জ্জয়। এলো না! কি বল্লে?

লছমী। বল্লে, এই পেশোলা হ্রদের তীরে রাণা মহিষীর পার্শ্বে, সে রাণার কুটীরে স্থান পেয়েছে, আজীবন সে রাণা মহিষীর সেবায় এখানে কাটিয়ে দেবে।

দুর্জ্জয়। মোগলের সঙ্গে যুদ্ধ থেমে গেছে, তবু মহারাণা স্বেচ্ছায় দারিদ্র ব্রত গ্রহণ করে প্রাসাদের ভোগ বিলাস পরিত্যাগ করেছেন। তিনি মানব নন, অতি-মানব। তিনি আজীবন ভগ্ন কুটীরে তপস্বীর জীবন যাপন করতে পারেন, কিন্তু সে জন্য

পুষ্পকুমারীর এ কঠিন আত্ম নির্য্যাতনের হেতু? সে কেন ভোগ ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করে সেবিকার ব্রত গ্রহণ করবে?

লছমী। তাতো বলতে পারি না মহারাজ। সে শুধু বল্লে, এই ব্রত উদযাপনেই তার সুখ।

দুর্জ্জয়। আমি ভুল করেছি, মহাভুল করেছি, মেবারের মহারাণীর সঙ্গে সেবার পুষ্পকুমারীকেও ঐ ভীল পল্লীতে পাঠিয়ে।

লছমী। না পাঠিয়ে অন্য কোনো উপায় ছিল না তো মহারাজ। মেবারের মহারাণীর সন্ধানে এসে মুঘলেরা সূর্য্যমহল অধিকার করে নিয়েছিলো, সেই ভীল পল্লীতে সেই অসমসাহসী ভীলকন্যা ডালিয়া আমাদের সকলকে "জাওরা" খনির মধ্যে লুকিয়ে রেখে ছিলো, তাই তো শত চেষ্টাতেও মুঘল আমাদের পায়নি। অবশেষে সংবাদ পেয়ে মহারাণা স্বয়ং আমাদের সেই ভীল পল্লী থেকে নিয়ে এলেন তাঁরই নিকটে, সেই হতেই পুষ্পকুমারী মহারাণীর সঙ্গিনী, তাঁর আশ্রিতা—

দুর্জ্জয়। সবই জানি লছমী। কিন্তু এখন তো সূর্য্যমহল আর মুঘলের অধিকারে নয়, মুঘলকে বিতাড়িত করে সে দুর্গ তো আমরা পুনঃরুদ্ধার করেছি, সমস্ত দুর্য্যোগ কেটে গেছে, এখন সে সূর্য্যমহলে না গিয়ে পড়ে থাকবে এই পেশোলা হ্রদের তীরে!

লছমী। সেইরূপ অভিপ্রায়ের কথাই তো সে বল্লে। আর বল্লে সূর্য্যমহলে যদি একান্তই যেতে হয় সে শুভদিন এখনো আসেনি··· কোনো কালে আসবে কিনা তাও জানিনা। যদি ভগবান তেমন দিন দেন তাহলে আমাকে কারুর আহ্বান করতে হবে না, আমি স্বেচ্ছায় উপযাচিকা হয়ে সেখানে পৌছুব।

দুর্জ্জয়। তার অর্থ? শুভদিন এখনও আসেনি এ ধারণা তার এল কি করে! সেকি এখনো শোনেনি, আমি চারিদিকে প্রচার করে দিয়েছি

পুষ্পকুমারীর সঙ্গে আমার শুভ পরিণয় আসন্ন।

লছমী। তাও শুনেছে, বিবাহের কথা শুনে সে শুধু কৌতুক হাসি হাসল। আর কিছু বললে না।

দুর্জ্জয়। কৌতুক হাসি! না, পুষ্পকুমারীর এ অবজ্ঞা আর আমি সহ্য করব না, কিছুতেই না। সামান্যা রমণীর কাছে এভাবে আমি কখনও পরাজয় স্বীকার করতে পারব না। যদি প্রয়োজন হয়, ছলে বলে কৌশলে আমি তাকে সূর্য্যমহলে নিয়ে অবরুদ্ধ করে রাখব।

লছমী। মহারাজ!

দুর্জ্জয়। হ্যাঁ অবরুদ্ধ করে রাখব; আমার পরিণীতা পত্নী হতে সম্মত না হন, আমি তাকে ক্রীতদাসী করে রাখব। লছমী, তুই একবার যাবি মহারাণার কাছে, গিয়ে—

লছমী। কি?

দুর্জ্জয়। না তোর দ্বারা হবে না। মহারাণার নিকট যদি কোনো বিশ্বস্ত লোক পাঠাতে পারতুম! সেই যুবক...সেই আমার অজ্ঞাত পরিচয় বন্ধু মহারাণা তাকে সর্বাপেক্ষা স্নেহ করেন। সে যখন মহারাণার বিতাড়িত বংশে স্বল্প সংখ্যক ভীল সৈন্যের সাহায্যে সূর্য্যমহল পুনরুদ্ধার করল, আমার স্মরণ আছে, মহারাণা তার বীরত্বে এমন মুগ্ধ হয়েছিলেন যে স্বহস্তে তাকে নিজের পরিচ্ছদ ও উষ্ণীষ পরিয়ে দিয়েছিলেন। সেই যুবককেই মহারাণার নিকট প্রেরণ করব। সে আমার জন্য মহারাণার নিকট হতে পুষ্পকুমারীকে ভিক্ষা চেয়ে আনবে।

লছমী। আপনার সেই অজ্ঞাত পরিচয় বন্ধু! শুনেছি তিনি নাকি সূর্য্যমহল ত্যাগ করে চলে গেছেন?

দু। হ্যাঁ মুঘল শত্রুকে মহাযুদ্ধে নিঃশেষ করে সে সূর্য্যমহল অধিকার করে দুর্গের দ্বারদেশে আমার জন্যে অপেক্ষা কচ্ছিল, আমি

সংবাদ পেয়ে সূর্য্যমহলে উপস্থিত হয়ে তাকে বল্লুম, বন্ধু, বাহুবলে তুমি এ দুর্গ অধিকার করেছ, সুতরাং চাওতো এ দুর্গ আমি তোমাকেই প্রদান করি। সে হেসে বল্লে, না এ দুর্গ চন্দাবৎ দুর্জ্জয়সিংহের, মহারাণার আদেশে আমি এ দুর্গকে শত্রুমুক্ত করেছি। তোমার দুর্গ তুমি আবার গ্রহণ কর। এই বলে সে চলে যাচ্ছিল, আমি তাকে ডেকে বল্লুম, কোথায় যাচ্ছ বন্ধু···সূর্য্যমহলে ফিরে এসো? সে তেমনি রহস্যভরা হাসি হেসে বল্লে, আজ নয়, যেদিন সময় হবে সেদিন নিশ্চয়ই আসব। এই বলে সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

লছমী। অদ্ভুত আপনার এই বন্ধু!

দু। সত্যিই লছমী সে এক অদ্ভুত মানুষ। মনে পড়ে একদিন সূর্য্যমহলে রাঠোর তিলক সিংহের বিধবা পত্নীর রক্ত দেখে সে এমন উন্মত্ত হয়ে উঠেছিলো যে হয়তো উন্মত্ততা বশে আমাকেই ছুরিকাঘাত করতো! পরমুহূর্ত্তেই হঠাৎ ছুরি ফেলে দিয়ে পালিয়ে গেল, পরে আমার কাছে এসে ক্ষমা চাইল, মেবারের মহারাণীর কাছে ক্ষমা চাইল। বললে, আমি সত্য ভঙ্গ করছিলুম, মহাপাপ করছিলুম, তোমরা সকলে আমায় মার্জ্জনা কর। তার ব্যবহারে মনে হয়, মাঝে মাঝে কি এক রহস্যময় চিন্তাধারা তার মস্তিষ্ককে আচ্ছন্ন করে ফেলে, তখন সে একেবারে উন্মাদ হয়ে যায়।

(নেপথ্যে গান শোনা গেল) ও কে গান গায়?

লছমী। মহারাজ, ঐ দেখুন ভীলকন্যা ডালিয়া এইদিকে আসছে।

দুর্জ্জয়। ডালিয়া, ডালিয়া এখানে! তাহলে সম্ভবতঃ পুষ্পকুমারীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। আমাকে যদি দেখতে পায় তাহলে পুষ্পকুমারীকে বলে দেবে। পুষ্পকুমারী তখন মহারাণীর নিকট হয়তো অনুনয় করবে যাতে তিনি তাকে সূর্য্যমহলে না পাঠান,

চলে আয় লছমী, সন্ধান করে দেখি আমার সেই অজ্ঞাত পরিচয় বন্ধুটীকে পাই কি না। (লছমী ও দুর্জ্জয়ের প্রস্থান)

(ডালিয়ার গান গাহিতে গাহিতে প্রবেশ)

বনের ফুল, আহা বনের ফুল, চুপি চুপি দুটী কথা
শুনবি আয় নিরালায়।

ঝিলিমিলি ঝিলিমিলি আলোছায় ॥
আকাশের দেবতার পূজা লাগিয়া
একি তোর আকুলতা মরি হাসিয়া।
আঁখি জলে ভাসি, হাসি আর আঁখি জলে ভাসি।
শ্বেত শতদল নিরমল দেবতার পূজা ফুল।
পথের পাশের নিলাজ ডালিয়া কেন তোর হ'ল ভুল?
মন্দিরে নয়, পথের ধূলায়, নিজেরে লুটাবি আয় ॥

(তেজসিংহের প্রবেশ)

তেজ। একি! ডালিয়া, তুই এখানে?

ডালিয়া। কে! রাজা! আমার আবার এখান সেখান কি, আমিত সব জায়গায় ঘুরে বেড়াই; কিন্তু তুমি এখানে!

তেজ। আমি—আমি—

ডালিয়া। বুঝতে পেরেছি গো, বুঝতে পেরেছি! পুষ্পের খোঁজে এসেছ তাই নয়।

তেজ। পুষ্পের খোঁজে! কে তোকে বললে?

ডালিয়া। কে আবার বলবে। মনে এল তাই বললুম। শোন, একটা ভারি সুন্দর ছড়া শিখেছি।

তেজ। ছড়া? কি ছড়া?

ডালিয়া। তবে শোনো—

"প্রভাতে বাগানে গিয়ে দেখে এলেম সই
কিবা অপরূপ কথা শুনে এলেম সই ॥

তেজ। কি দেখেছিস, কি শুনলি তাই বল না?

ডালিয়া। শোন না—

ফুটেছে মালতী ফুল সুবাসে করি আকুল
ধেয়ে এল অলিকুল দেখে এলুম সই ॥

তেজ। ও মালতি ফুল ফুটেছে আর তার সুগন্ধে অলি ছুটে এসেছে, এই দেখেছিস, আর কিছু নয়তো—

ডালিয়া। হুঁ আরো আছে। শোনো

অলি এসে গান গায়
ফুল শুনে মুগ্ধ হয়—
তুমি নাথ, ফুল কয়,
শুনে এলাম সই ॥

তেজ। বটে, ফুল অলিকে বললে, তুমি আমার নাথ। তোর দুষ্টুমী সব বুঝতে পেরেছি, তোর সেই ফুলের নাম কি বলতো?

ডালিয়া। ফুলের আবার নাম কি, ফুলের নাম পুষ্প। কিন্তু জানো, ফুল অলিকে বলেছিল, তুমি আমার নাথ, কিন্তু সে কথা কি সত্য? উঁহু তার সব মিথ্যে। অলিকে সে ভুলিয়েছে, অলি যেমনি উড়ে গেছে, অমনি হাওয়া এসে সেই ফুলের মধু লুটে নিচ্ছে।

তেজ। তার মানে? তুই কি বলতে চাস? দেখ ডালিয়া, তোর এ রহস্য আমার একটুও ভাল লাগে না। শোন, তুই যদি পুরুষ মানুষ হতিস তাহলে তোর এই চপলতার জন্য আমি তোকে কঠোর শাস্তি দিতাম। (হাত ধরিল)

ডালিয়া। বা রে! আমি কি করলুম, আমাকে ছেড়ে দাও; আর আমি

ছড়া বলবোনা, ছড়া বল্লে তুমি রাগ করবে, তাকি আমি আগে জানতুম। আঃ ছাড়ো না আমার হাত।

তেজ। কিন্তু আগে বল, তুই কেন মিছিমিছি পুষ্পের নিন্দা করলি ?

ডালিয়া। আমি পুষ্পের কি জানি, পুষ্প আবার কে? আমি গরীব জীলের মেয়ে, ফুল তুলি, ফুলের গান গাই, আমি পরের কথা কি জানব, মিছিমিছি আমার ওপর তুমি রাগ করছ।

তেজ। আচ্ছা বেশ, আর রাগ করব না। এইবার তুই নতুন ছড়া বল—

ডালিয়া। শোন—

"আর শুনেছো আর শুনেছো নতুন কথা কই ?
পুষ্পের হইবে বিয়ে ঝাঁপি লয়ে যাইগো সই।"

তেজ। পুষ্পের বিয়ে। কার সঙ্গে বিয়ে হবে ?

ডালিয়া। ফুলের আবার কার সঙ্গে বিয়ে। হয়, তাও জান না? অলির সঙ্গে আর কার সঙ্গে।

তেজ। ডালিয়া, তোর হাড়ে হাড়ে বুদ্ধি, তবু আমাকে ছলনা করতে পারবি না। সত্যি করে বল, পুষ্পকুমারীর সঙ্গে কার বিয়ে হবে, কিছু শুনেছিস ?

ডালিয়া। তা আমি কি জানি ? তুমি কিছু শুনেছ ?

তেজ। আমি একবার শুনেছিলাম যে পুষ্পকুমারীর সঙ্গে দুর্জ্জয় সিংহের সম্বন্ধ হয়েছিল, পুষ্পকুমারী রাজী হয়নি। সে বলেছিল, মৃত্যু বরণ করতে হয় সেও ভাল, তবু দুর্জ্জয় সিংহকে বরণ করব না।

ডালিয়া। বটে ! এমন বন্দুক ভাঙ্গা পণ ! কই আমিতো সে খবর শুনিনি।

তেজ। তবে তুই কি শুনেছিস্ ?

ডালিয়া। আমি শুনেছি যে দুর্জ্জয় সিংহের সঙ্গে একটা মেয়ের বিয়ে স্থির হয়েছিল, ঠিক এমনি সময়ে বাদসাহী ফৌজ সূর্য্যমহল অধিকার করে নিল, আর—

তেজ। আর কি—

ডালিয়া। কিছু নয়—

তেজ। আর কি এখনও বল, নইলে তোর চুলের মুঠি ধরে এই পেশোলা হ্রদের জলে ফেলে দেব।

ডালিয়া। বলছি, বলছি—বাবা কি রাগ!

তে। বল এখনও—

ডালিয়া। বলছি, সে মেয়েটী, বাদশাহী ফৌজ দুর্গ আক্রমণ কল্লে, যখন দুর্গ থেকে পালিয়ে আসে, তখন দুর্জ্জয় সিংহকে তার হাতের একটী আংটী উপহার দিয়ে আসে। শুনেছি সেই মেয়েটির সঙ্গে আগে এক জনার বিয়ে হবার কথা ছিল, সেই আংটিটী নিয়েছিল আগের সেই লোকটী, মানে পুষ্পের সেই অলি—

তেজ। কি -কি বল্লি—(হাত ধরিল)

ডালি। উঃ হাত ছাড়—মলুম যে—

তেজ। না, তুই বন্য অসভ্য ভীল, তোর ওপর রাগ করে কি করব? যা দূর হয়ে যা।

ডালি। বেশ তাই যাচ্ছি—যাবার বেলায় নিজের মনে ছড়া বলতে বলতে যাই—

> "আর শুনেছো আর শুনেছো নতুন কথা কই
> পুষ্পের হইবে বিয়ে আনতে যাইগো খই।
> ধেয়ে এল বায়ুরাজ, গায়ে পরিমল সাজ,
> অলির মাথায় পড়ে বাজ, শুনলে কিনা সই।"

তেজ। আঃ ডালিয়া—

ডালিয়া। ওরে বাব্বা— (প্রস্থান)

তেজ। তাইতো, ডালিয়ার একথার অর্থ? আমিও জনপ্রবাদ শুনেছি যে দুর্জ্জয়সিংহের বিবাহ। আর ডালিয়াও সেই কথা বলে গেল।

তবে কি পুষ্পকুমারী সত্যই এই দুর্জ্জয়সিংহকে, না, না, অসম্ভব ; এ কথনো হতে পারে না, কথনো হতে পারে না। না, আমারি ভুল, অসম্ভবই বা কিসে ! দুর্জ্জয়সিংহ সূর্য্যমহল দুর্গের অধিশ্বর, আর আমি দীনহীন পথের ভিক্ষুক, বনচারী, ভীলের অন্নে প্রতিপালিত। সূর্য্যমহল দুর্গের অধিশ্বরী হবে, হয়তো সেই প্রলোভনেই পুষ্পকুমারী শেষে দুর্জ্জয়সিংহকে··· ভালবাসা—রমণীর ভালবাসা ! তুমি সেদিন ঠিক কথা বলেছিলে দুর্জ্জয়সিংহ, রমণীর ভালবাসা সে হল জলের আল্পনা। মুছে যেতে এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব হয় না। এই যে, পুষ্পকুমারী না ! হ্যাঁ, তাইতো। চলে—যাই, এখান থেকে চলে যাই, না যাব না, ওকে আমি দুটি কথা জিজ্ঞাসা করব। মাত্র দুটী কথা জিজ্ঞাসা করে সমস্ত সন্দেহ ঘুচিয়ে চিরজীবনের মত বিদায় গ্রহণ করব।

(পুষ্পকুমারীর প্রবেশ)

পু। কে ? একি আপনি ! সেই চারণদেব। দু একবার মনে হয়েছিল মহারাণী যখন সূর্য্যমহল দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন সে সময় আপনাকে যেন সেই সূর্য্যমহল দুর্গে দেখেছি। তারপর সূর্য্য-মহল ত্যাগ করে যখন মহারাণীর সঙ্গে ভীল পল্লীতে আশ্রয় নিয়েছিলুম তখনও যেন মনে হত আপনি যোদ্ধৃ-বেশে আমাদের আসে পাশে ঘুরতেন, আমি আপনার কাছে যাব, কথা বলব, বুঝতে পেরেই যেন আপনি নিমেষের মধ্যেই অদৃশ্য হয়ে যেতেন। সে সত্যি আপনি, না আমার চোখের ভুল— কখনও ভালো করে বুঝতে পারিনি। আমার সন্দেহ দূর করুন। বলুন, সে কি আপনি ? (তেজসিংহ মুখ ঘুরাইয়া দাঁড়াইলেন) একি, নীরব রইলেন। আমার সঙ্গে আজ একটী কথাও বলবেন না আপনি ! কি এমন অপরাধ করেছি আমি !

তেজ। তোমার কোন অপরাধ নেই পুষ্পকুমারী, আর যদি অপরাধ করেও থাক, তার বিচারক তো আমি নই। আজ আমি এখানে এসেছি শুধু দুটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে।

পু। কি প্রশ্ন?

তেজ। দুর্জ্জনসিংহ তোমাকে বিবাহ করতে চান, এ জনরব তুমি শুনেছ?

পু। হ্যাঁ শুনেছি।

তেজ। শুনেছ, কার কাছে শুনলে? তিনি তোমার কাছে লোক পাঠিয়েছিলেন?

পু। পাঠিয়েছিলেন।

তেজ। তুমি কি জবাব দিয়েছ?

পু। এ কথার কোন জবাব নেই। দূতীর কথা শুনে আমার শুধু হাসি পেল।

তেজ। শুধু হাসি? অন্তরের গভীর প্রেমের পরম আকুলতা প্রকাশের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, নায়িকার রক্তোৎপলের মত ওষ্ঠ কোণে একটুখানি হাসি, তাই নয় পুষ্পকুমারী?

পু। চারণদেব, এ আপনি কি বলছেন? আপনার কথা শুনে আমার সর্ব্বাঙ্গ থর থর করে কাঁপছে, পৃথিবী অন্ধকার দেখছি। আমি এখানে আর দাঁড়াতে পার্চ্ছিনা। আপনি আমায় ক্ষমা করুন চারণদেব, আমি যাই, আমি এখান থেকে চলে যাই।

তেজ। দাঁড়াও, তুমি যে যাবে তা আমি জানি। ভেবেছিলুম হয়তো আমার সঙ্গে তুমি দেখাও করবে না। কিন্তু হতভাগ্য তেজসিংহ, তার অন্তর প্রবোধ মানে না, তাই এত সব জেনেও সে আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়েছিলো। যেতে হয় যাও, তবু যাবার আগে তেজসিংহকে তুমি শেষ উত্তর দিয়ে যাও।

পু। কি উত্তর! কিসের উত্তর!

তেজ। তেজসিংহ আমাকে বলে পাঠিয়েছেন, তিনি আর তোমার সঙ্গে ইহজন্মে কোন সম্পর্ক রাখতে চান না। তাঁর যে নিদর্শন আংটীটি আমি তোমাকে দিয়েছিলুম, সেই আংটীটি তিনি ফেরত চেয়েছেন, দাও আংটীটি দাও।

পু। আংটী!

তেজ। হ্যাঁ, হতভাগ্য তেজসিংহের শেষ স্মৃতি চিহ্ন—দাও, দাও সেই আংটী—

পু। সে আংটী তো নেই।

তেজ। নেই! কাকে দিয়েছ!

পু। কাকে! কাউকে দিইনি। আমি···আমি সে আংটী হারিয়ে ফেলেছি

তেজ। হারিয়ে ফেলেছো, না কোন দুর্গেশ্বরকে প্রণয় উপহার দিয়েছো?

পু। চারণদেব, চারণদেব, আপনার চরণে ধরে মিনতি কচ্ছি, এ তিরস্কার আমি সহ্য করতে পারিনা, আপনি আমায় এমন করে তিরস্কার করবেন না। আপনি আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে চলুন, আমি তাঁর পায়ে ধরে তাঁকে সব কথা বুঝিয়ে বলবো, একটীবার নিয়ে চলুন আমাকে তাঁর কাছে।

তেজ। না, তেজসিংহের সঙ্গে এ জীবনে তোমার আর দেখা হবে না, তেজসিংহের শেষ স্মৃতি চিহ্ন সত্যই যদি হারিয়ে থাক, তাহলে শোন পুষ্পকুমারী, তেজসিংহের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক আজ হতে শেষ, তেজসিংহকে তুমি আজ হতে চিরজীবনের মত হারালে।

(প্রস্থান)

পু। তাঁর সঙ্গে আমার সমস্ত সম্পর্ক চিরজীবনের মত শেষ! তাঁকে আমি চিরজীবনের মত হারালুম! কিন্তু কেন, আমিতো তাঁর

চরণে কোনো অপরাধ করিনি! তাঁর প্রদত্ত সে আংটী তো আমি স্বেচ্ছায় হারিয়ে ফেলিনি! তবে কেন, কেন জীবনের আশাদীপ তিনি এমন করে ফুৎকারে নিবিয়ে দেবেন। আমি তাঁকে সব কথা বলতে চাই, চারণদেব, আপনি চলে যাবেন না—আমার সমস্ত জীবন এমন করে ব্যর্থ করে দিয়ে আপনি চলে যাবেন না চারণদেব। (ছুটিতে গিয়া পড়িয়া গেল। ডালিয়া প্রবেশ করিল)

ডালিয়া। পুষ্প!

পু। কে!

ডালিয়া। আমি।

পু। ও! ডালিয়া, তুমি।

ডালিয়া। কেন কাঁদছিলে ভাই?

পু। না কিছু না, তুমি এখানে কেন ডালিয়া! মহারাণীর বিপদের সময় তুমি আমাদের আশ্রয় দিয়েছিলে, সে ঋণ মহারাণী কখনো ভুলবেন না। চল, তোমাকে মহারাণীর কাছে নিয়ে যাই।

ডালিয়া। আজ নয় পুষ্প, মহারাণীর সঙ্গে দেখা করব অন্য দিন। আমায় বল, তুমি অমন করে কাঁদছিলে কেন?

পু। না না কাঁদছিলুম কোথায়।

ডালিয়া। আমার কাছে লুকোচ্ছো…কিন্তু আমি জানি কেন কাঁদছিলে।

পু। কেন?

ডালিয়া। তোমার কোনো জিনিস হারিয়েছে…তাই না?

পু। কি জিনিষ?

ডালিয়া। এই সোণার কোনো গহনা, হার, কি বালা, কি আংটী—

পু। সত্য বলেছ ডালিয়া, তুমি সত্য বলেছ আমি একটি আংটী হারিয়েছি। আর সেই সঙ্গে হারিয়েছি একটি পরম রত্ন।

ডালিয়া। সেজন্য দুঃখ করছ কেন ভাই! একটা গেছে আর একটা আংটী হবে।

পু। আংটী গেলে আর একটা আংটী হয়, কিন্তু সেই সঙ্গে আমি যে রত্নটী হারিয়েছি···সেতো এ জীবনে আর ফিরে পাব না।

ডালিয়া। কি রত্ন পুষ্প? মুক্তা হার? বুকে পরবার জিনিষ?

পু। হ্যাঁ ডালিয়া, সে বুকে পরবার জিনিষ! তবে সে মুক্তার চেয়ে অনেক উজ্জ্বল। মুক্তার চেয়ে অনেক মহার্ঘ।

ডালিয়া। তাইতো, এমন জিনিষ হারালে! তবে কি হবে?

পু। কি আর হবে। এ জীবনে পুষ্পকুমারী অনেক কিছু সহ্য করতে শিখেছে। বুক ভেঙ্গে যাক, তবু এ ক্ষতিও সে সহ্য করবে।

ডালিয়া। পুষ্প, একি তুমি আবার কাঁদছ! শোনো পুষ্প, তোমার খোঁপার চাঁপাফুলটী আমাকে দাও।

পু। কি হবে?

ডালিয়া। ওর পরিবর্ত্তে আমি হয়ত তোমার সেই হারাণো রত্নটী তোমাকে ফিরিয়ে দিতে পারব। আমি বন জঙ্গলে ঘুরে বেড়াই, ভাল করে খুঁজে দেখবো, হয়তো তোমার রত্নটী আমি খুঁজে পেবে তোমাকে আবার ফিরিয়ে দিতে পারব।

পু। ডালিয়া, এত দুঃখেও তোর কথা শুনে আমার হাসি পায়। এই নে ফুল। (ফুল দিল)

ডালিয়া। বেশ তো, হাসি পায় হাসনা। তোমার মুখের ওই হাসি আমি অক্ষয় করে রাখব। আমি কথা দিয়ে যাচ্ছি, তোমার হারাণো রত্ন আমিই তোমাকে ফিরিয়ে দোব।

(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

পার্ব্বত্য পথ

ভীম। আজই তাহলে আক্রমণ করবে এই সূর্য্যমহল ?

তেজ। হাঁ আজই। তোমরা প্রস্তুত ভীমচাঁদ ?

ভীম। প্রস্তুত। সেই আহেরিয়ার দিন থেকেই তো আমরা সব সময় তৈরী হয়ে রয়েছি···দুর্জ্জয় সিংহকে হটিয়ে সূর্য্যমহল কেল্লা দখল করবার জন্য, তুমি আমাদের বারণ করে রেখেছিলে। এই তোমার হুকুম মিললো। চল্লুম সমস্ত দলবল নিয়ে। এই রাতের অন্ধকারে সূর্য্যমহলে ওরা সব নিশ্চিন্তি হয়ে ঘুমুচ্ছে, এই সুযোগে আমার ভীলের দল ঠিক বনবেড়ালের মত নিঃশব্দে পাঁচিল টপ্‌কে সূর্য্যমহলে ঢুকে পড়বে। ওরা ঘুম ভেঙ্গে হাতিয়ার ধরবার আগে সবাইকে সাবাড় করে দোব। আমি চল্লুম রাজা, সেই ব্যবস্থা করিগে—

তেজ। (বাধা দিয়া) না না ভীমচাঁদ। চোরের মত আমরা সূর্য্যমহলে ঢুকবো না, দুর্গের দ্বার দেশে গিয়ে আমরা তুর্য্য ধ্বনি করে সবাইকে জাগরিত করবো, তাদের অস্ত্র ধারণের অবকাশ দোব, তারপর সম্মুখ যুদ্ধে হবে আমাদের শক্তির পরীক্ষা।

ভীম। সেকি রাজা! দুষমণকে হাতিয়ার নেবার ফুরসুত দেবে! উঁহু তোমার এবুদ্ধির তারিফ করতে পাল্লুম না।

তেজ। আমার এ প্রস্তাবে তোমরা সম্মত না হলে আমিও তোমাদের কোনো সাহায্য গ্রহণ করব না। তাতে যদি সূর্য্যমহল এ জীবনে অধিকার করতে না পারি, সেও ভাল, তবু অন্যায় সংগ্রামের প্রশ্রয় দোবনা, কিছুতে না।

ভীম। আহাহা চটছ কেন রাজা? ঐ তোমার দোষ যে একটুতে তুমি বুনো বাঘের মত গর্জ্জে ওঠ! তা বেশ, তোমার যখন হুকুম,

খুব বড় বড় বুলি ছাড়ছ যে ! লড়াইয়ে যাচ্ছ ! একজন মেয়েছেলেকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে প্রায় মেরে ফেলেছো তাই তোমার মনে বড্ড অহংকার হয়েছে যে তুমি একজন মস্ত বীর পুরুষ। তাই না।

তেজ। ডালিয়া, তোর এসব কথার অর্থ কি? তুই কি বলতে চাস ? আমি পুষ্পকুমারীকে প্রায় মেরে ফেলেছি একথার অর্থ? সে দুর্জ্জয় সিংহকে বিয়ে করতে সম্মত হয়েছে, আমার প্রদত্ত আংটী সে দুর্জ্জয়সিংহকে উপহার দিয়েছে—

ডালিয়া। মিছে কথা। দুর্জ্জয়সিংহকে সে কখনও বিয়ে করতে চায় না, তোমার আংটীও সে দুর্জ্জয়সিংহকে উপহার দেয়নি।

তেজ। উপহার দেয়নি ! তবে কোথায় সে আংটী ?

ডালিয়া। সে আংটী পুষ্পকুমারী হারিয়ে ফেলেছে।

তেজ। হারিয়ে ফেলেছে ! মিছে কথা, আমি বিশ্বাস করতে পারি না।

ডালিয়া। বিশ্বাস তোমাকে করতেই হবে। সে আংটী যদি তুমি ফিরে পাও, বল, তাহলেও তুমি বিশ্বাস করবে না ?

তেজ। আংটী যদি ফিরে পাই ! কোথায় সে আংটী ?

ডালিয়া। শোন রাজা, তোমার আংটী তুমি একদিন হারিয়েছিলে, মনে পড়ে সে কথা? সেদিন তুমি আমাকে বলেছিলে যদি খুঁজে পাই তাহলে সে আংটী আমার।

তেজ। হ্যাঁ, মনে আছে।

ডালিয়া। তোমার কথা শুনে আমার মনে বড় লোভ হ'ল, ভাবলুম পুষ্পের হাতে পাঁচটি আঙ্গুল, আমার হাতে ঠিক তেমনি পাঁচটি আঙ্গুল। পুষ্প যদি তার আঙ্গুলে আংটী পরতে পারে তবে আমিই বা পারব না কেন ? বিনি ভীল ও রাজপুত্রকে গড়েছেন, তিনি তো তাদের একরকম করে গড়েছেন, তবে পুষ্পের যে জিনিষের ওপর দাবী আছে ভীলের মেয়েরই বা তার ওপর দাবী থাকবে না কেন ?

তেজ। ডালিয়া ?

ডালিয়া। সেদিন আমার বুঝতে ভুল হয়েছিল। তেজসিংহ বাগানের ফুল ভাল বাসে, সেদিন রাত্রে বাগানের ফুল নিয়ে তুমি পুষ্পকে আংটী দিয়েছিলে, আমার বনের ফুল তাই বুঝি আমি কিছু পেলুম না। তাই না রাজা ?

তেজ। ডালিয়া, তোর মুখে একি কথা ডালিয়া !

ডালিয়া। না কিছু না, পোশোলী হবার আগে পুষ্পের সঙ্গে আমারও দেখা হয়েছে। সে আমায় বল্লে, তুমি তাকে আংটী দিয়েছিলে, আর সেই সঙ্গে দিয়েছিলে একটি অমূল্য রত্ন; তুমি বাগানের ফুল ভালবাস তাই আমি তার খোঁপার এই ফুলটি তোমার জন্য চেয়ে নিয়ে এসেছি। বলে এসেছি, ফুলের পরিবর্ত্তে আমি তাকে তার আংটী ফিরিয়ে দোব।

তেজ। সে আংটী তুই কোথায় পাবি ডালিয়া ?

ডালিয়া। বল্লুম যে, আংটী পরতে এক সময় আমার বড় লোভ হয়েছিল; তাই তুমি যখন মহারাণী আর পুষ্পকে আমার এখানে রেখে গিয়েছিলে সেই সময় একদিন পুষ্প যখন ঘুমুচ্ছিলো আমি তার কাছ থেকে আংটীটি চুরি করে নিই। এই নাও আংটী, আর সেই সঙ্গে এই নাও বাগানের ফুল।

তেজ। ডালিয়া —

ডালিয়া। সঙ্কোচ করো না, আমি হাতে করে দিচ্ছি, তবু এ তোমার বাগানের ফুল, আমার হাত থেকে এই ফুলটিকে নাও। আমার মনে তবু এই সান্ত্বনা থাকবে যে রাজা আমার হাতের ফুল নিয়েছিল।

(ফুল দিল। আংটী দিল)

ফুল দিলুম, আংটি দিলুম, কিন্তু পুষ্পের সেই হারানো রত্ন ? পুষ্পকে কথা দিয়ে এসেছিলুম যদি রত্নটি খুঁজে পাই তাকে ফিরিয়ে দোব।

কিন্তু সে রত্ন তো আমি পাইনি, সে রত্ন পাওয়া আমার ভাগ্যে ঘটেনি। যদি তুমি পুষ্পর নিকট থেকে সেটি কেড়ে নিয়ে থাক তাহলে আমার অনুরোধ, আমার ভিক্ষা, তাকে আবার তা ফিরিয়ে দিও। ফিরিয়ে দিও। (ডালিয়ার প্রস্থান)

তেজ। ডালিয়া! ডালিয়া! শোন আমার কথা শুনে যা ডালিয়া।

(নেপথ্যে ভীলদের চীৎকার)

একি বন্য ভীলদের রণ হুঙ্কার।

(ভীমচাঁদ ও ভীলগণের প্রবেশ

ভীম। রাজা, আমরা প্রস্তুত।

তেজ। প্রস্তুত! কিসের জন্য?

ভীম। কেন, সূর্য্যমহল আক্রমণ করতে?

তেজ। সূর্য্যমহল আক্রমণ করতে! ও, আমি ভুলে গিয়েছিলাম! চল— আমিও এই মুহূর্ত্তে প্রস্তুত হয়ে নেব। ডালিয়া নয়—পুষ্পকুমারী নয়—কোন হৃদয় নিয়ে ভাববার অবকাশ এখন আমার নেই। চল সূর্য্যমহল···সূর্য্যমহল। (প্রস্থান)

তিলক সিংহের পুত্র কোথায় ?

নাগ। শুনলুম তেজসিংহই সর্ব্বাগ্রে মুক্ত তরবারি হস্তে দুর্গে প্রবেশ করেছে। সর্ব্বাগ্রে সে ছুটে গেছে দুর্গ চূড়ায় চন্দাবতের পতাকা নামিয়ে রাঠোরের সূর্য্য-পতাকা স্থাপন করতে।

দুর্জ্জয়। কি, দুর্জ্জয় সিংহ বেঁচে থাকতে চন্দাবতের পতাকা নামিয়ে দুর্গ চূড়ায় স্থাপন করবে রাঠোর পতাকা! না কখনো না, আমি যাবো, যাবো ঐ দুর্গ চূড়ায়—

(ভীলগণের প্রবেশ)

১ম ভীল। আর দুর্গ চূড়ায় নয়, তোমায় খণ্ড খণ্ড করে কেটে ফেলে দোব দুর্গের নীচে ঐ জঞ্জালস্তূপে। কর ভাই সব, একসঙ্গে আক্রমণ কর।

(সকলে বল্লম তুলিল, ভীমচাঁদ প্রবেশ করিল)

ভীম। অপেক্ষা কর, রাঠোর তেজসিংহের আদেশ, তোমরা ওকে বধ করো না।

দুর্জ্জয়। রাঠোর তেজসিংহ! কোথায় সে ?

(তেজসিংহের প্রবেশ)

তেজ। রাঠোর তেজসিংহ তোমার সম্মুখে চন্দাবত!

দুর্জ্জয়। একি! বন্ধু! তুমি—তুমিই—

তেজ। হাঁ চন্দাবত, দেশের জন্য, জাতির জন্য, রাণা প্রতাপের আদেশ পালনের জন্য, জন্ম-শত্রুকে যে বন্ধু বলে আলিঙ্গন দিয়েছিলো, মাতৃঘাতিকে যে মাতৃগর্ভজাত ভাই বলে একদিন পাশে টেনে নিয়েছিলো— আমি সেই রাঠোর তেজসিংহ। রাণার আদেশে মোঘল শত্রুকে বিতাড়িত করে সেদিন এই দুর্গ আমি তোমারি হাতে তুলে দিয়েছিলাম, আজ বাহু বলে সেই আমার পিতৃ দুর্গ সূর্য্যমহল আমি পুনরুদ্ধার কল্লুম।

দুর্জ্জয়। দুর্গ পুনরুদ্ধার করবে দুর্জ্জয়সিংহ বেঁচে থাকতে! রাঠোর, তোমার বাহু বলের প্রশংসা করি, কিন্তু চন্দাবতও তার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে জানে। এ দুর্গ আমি তোমাকে সহজে অধিকার করতে দোব না, আমি যাই—

তেজ। কোথায় চলেছ চন্দাবত—

দুর্জ্জয়। বারুদখানায়। স্তূপাকার বারুদ পিণ্ডে অগ্নি সংযোগ করব। তোমার সাধের সূর্য্য মহল এক মুহূর্ত্তে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে। বারুদখানা—বারুদখানা—(প্রস্থান)

তেজ। সৈনাগণ, ওকে ধর, ঐ উন্মাদকে বন্দী কর।

(ভীমচাঁদ ও ভীলগণের প্রস্থান)

নেপথ্যে। পারবে না, কেউ আমাকে বন্দী করতে পারবেনা, দুর্জ্জয়সিংহ জীবন দেবে তবু ধরা দেবে না। ওঃ (আর্ত্তনাদ)

তেজ। ওকি! কি হল! কিসের আর্ত্তনাদ! তবে কি দুর্জ্জয়সিংহ আত্মঘাতী হ'ল।

(ভীমচাঁদ ও ভীলগণের প্রবেশ)

ভীম। না রাজা, চন্দাবত আত্মঘাতী হয়নি, দুর্গের ভাঙ্গা দরজা দিয়ে পাগলের মত ছুটে এসে বৃদ্ধ গোকুলদাস তার বুকে ছুরি বসিয়ে দিয়েছে।

তেজ। গোকুলদাস!

ভীম। হাঁ, এতদিনে নিল সে তার পুত্র হত্যার প্রতিশোধ।

তেজ। পুত্র হত্যার প্রতিশোধ! কিন্তু আমিতো দুর্জ্জয় সিংহকে—

ভীম। দুর্জ্জয় সিংহের কথা থাক রাজা। আজ আমাদের কত বছরের আশা পূর্ণ হল, বুনো অসভ্য গরীব ভীল আমরা, বনের ফলমূল খাইয়ে তোকে এইটুকুন বেলা থেকে বাঁচিয়ে রেখেছিলুম···শুধু এই দিনটির অপেক্ষায়। তোর বাপের দুর্গ তুই আবার ফিরে পেলি, তুই আজ সূর্য্যমহলের রাজ রাজেশ্বর হলি! আয় রাজা, একবার তোর বাপের দরবার ঘরে সিংহাসন আলো করে বসবি। আমরা সব গরীব ভীলেরা তোর কপালে রক্তের তিলক পরিয়ে দোব। তোকে আমরা মাটিতে লুটিয়ে রাজা বলে প্রণাম করবো। আয় রাজা, দরবার ঘরে চলে আয়, আমরা প্রাণভরে তোর বিজয় উৎসব করি।

তেজ। বিজয় উৎসব। না ভীমচাঁদ, বিজয় উৎসব আজ নয়।

ভীম। কেন রাজা, লড়াইয়ে আমাদের জয় হলো।

তেজ। যুদ্ধে জয় হয়েছে সত্য, কিন্তু আমি আমার বিজয় লক্ষ্মীকে হারিয়েছি। যদি কোনোদিন সেই বিজয় লক্ষ্মীকে ফিরে পাই উৎসব হবে সেইদিন, আজ নয়—আজ কোন উৎসব নয়।

(রাণা প্রতাপের প্রবেশ)

রাণা প্রতাপ। রাঠোর তেজসিংহ।

তেজ। একি! স্বয়ং মহারাণা সূর্যামহলে—

প্রতাপ। হ্যাঁ রাঠোর বীর, বাহুবলে তোমার পিতৃ দুর্গ এই সূর্য্যমহল তুমি পুনঃ উদ্ধার করেছ, তাই আমি ছুটে এলুম বিজয় লক্ষ্মীকে তোমার পাশে স্থাপন করে তোমার বিজয় উৎসবকে সম্পূর্ণ করতে।

(রাণামহিষী ও পুষ্পের প্রবেশ)

তেজ। একি! মেবারের মহারাণী! আর পুষ্প তুমি!

রাণা মহিষী। হ্যাঁ রাঠোর বীর ভীলকন্যা ডালিয়ার মুখে শুনলুম তোমার সমস্ত কাহিনী, তারই মুখে শুনে মেবারের রাণা ও রাণা মহিষী তোমার জন্য বহন করে এনেছেন এই তোমার পুষ্পমাল্য, এই তোমার বিজয় মাল্য—

তেজ। কিন্তু—কিন্তু—সেই ডালিয়া—

রাণা মহিষী। পুষ্পকে নিশ্চিন্ত আশ্রয় তুলে দিয়ে, সে উন্মাদিনীর মত গান গেয়ে ছুটে গেল পার্ব্বত্য পথে। যতদূর দৃষ্টি যায় তাকিয়ে দেখলুম গিরি হতে গিরিশৃঙ্গ অতিক্রম করে ছুটে চলেছে—সেই উন্মাদিনী ভীলবালিকা।

প্রতাপ। সে অভাগিনীর কথা আজ থাক তেজসিংহ। ঐ দেখ রাত্রি প্রভাতে পূর্ব্ব দিগন্তে নব সূর্য্যের উদয় হলো। সূর্য্যমহলের নবীন সূর্য্য, মেবারের রাণা, মেবারের রাণা মহিষী তোমাদের এই মিলিত জীবনকে আশীর্ব্বাদ কচ্ছেন—তোমরা দীপ্ত হও, কীর্ত্তিমান হও, অনাদি দেব ঐ সূর্য্য-সারথী তোমাদের জীবন পথকে করুন অমৃত আলোক বন্যায় মহামহিমান্বিত।

যবনিকা পতন।